ফিলিস্তিনের সমর্থনে জাকার্তায় তিন ধর্মের বিশাল সমাবেশ

সারে-জমিন

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বেতন, সমস্যায় ১৫ জন কর্মী

রূপসী বাংলা

রাশিয়া কি ইসরাইল ও ইউক্রেন যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছে?

সম্পাদকীয়

একার দায়িত্বেই শিক্ষক শিক্ষার আলো দেখাচ্ছেন

রূপসী বাংলা

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৮ নভেম্বর, ২০২৩
২১ কার্তিক ১৪৩০
২৩ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

ম্যাক্সওয়েলের দুরন্ত দ্বি-শতরানে অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালে গেল

খেলতে খেলতে

Vol.: 18 ■ Issue: 300 ■ Daily APONZONE ■ 8 November 2023 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ছত্তিশগড়ে বিধানসভা ভোটে পুলিশ মাওবাদী সংঘর্ষ

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোটগ্রহণে ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। ছত্তিশগড়ের বিধানসভায় আসন মোট ৯০টি। সোমবার ২০টি আসনে ভোট গ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে ১২টি আসন মাওবাদী-অধ্যুষিত বাস্তার অঞ্চলে। ছত্তিশগড়ে প্রথম দফার ভোট গ্রহণের সময় অন্তত তিনটি জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের খবর পাওয়া গেছে। গুলি বিনিময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েকজন সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে সুকমায়, যখন একদল নকশাল দুর্গম বনাঞ্চলে অবস্থিত একটি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাহত করার চেষ্টা করেছিল। তবে নিরাপত্তা বাহিনী মাওবাদীদের তাড়িয়ে দেয়। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিকেল ৩টা পর্যন্ত ছত্তিশগড়ে ৫৯.১৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। অন্যদিকে, মিজোরামেও বিধানসভার ভোট হচ্ছে। মিজোরামে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ৬৯.৮৭% ভোট পড়েছে।

বিহারের জাতিগত সমীক্ষা রিপোর্ট

বিহারে ৩৪ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ৬ হাজার টাকা

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার বিহার রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা জাতিগত সমীক্ষার বিশদ রিপোর্ট অনুযায়ী, বিহারে বসবাসকারী এক তৃতীয়াংশেরও বেশি পরিবার দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে এবং তাদের মাসিক আয় ৬,০০০ টাকা বা তারও কম। ২৯.৬১ শতাংশ ১০,০০০ টাকা বা তারও কম আয় করে বেঁচে থাকে। এতে আরও বলা হয়েছে যে প্রায় ২৮ শতাংশ ১০০০০ থেকে ৫০,০০০ এর মধ্যে আয় করে এবং মাত্র চার শতাংশেরও কম প্রতি মাসে ৫০,০০০ এর বেশি আয় করে।
প্রতিবেদনে উচ্চ বর্ণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দারিদ্র্যের কথাও স্বীকার করা হয়েছে, যদিও প্রত্যাশিতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, দলিত এবং উপজাতিদের মধ্যে এই হার অনেক বেশি ছিল। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরির পেশ করা রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যে প্রায় ২.৯৭ কোটি পরিবার বাস করে, যার মধ্যে ৯৪ লক্ষেরও বেশি (৩৪.১৩ শতাংশ) দরিদ্র।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে ৫০ লক্ষেরও বেশি বিহারি জীবিকা বা উন্নত শিক্ষার সুযোগের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে বসবাস করছেন। অন্যান্য রাজ্যে জীবিকা

নির্বাহকারীদের সংখ্যা প্রায় ৪৬ লক্ষ এবং আরও ২.১৭ লক্ষ বিদেশে জীবিকা খুঁজে নিয়েছেন। অন্যান্য রাজ্যে পড়াশোনারত দের সংখ্যা প্রায় ৫.৫২ লক্ষ এবং প্রায় ২৭,০০০ বিদেশে।
মন্ত্রী বিজয় কুমার চৌধুরি জানান, বিহারের সামগ্রিক সাক্ষরতার হার ৭৯.৭ শতাংশ। পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বেশি। প্রতি ১,০০০ পুরুষের জন্য ৯৫৩ জন (সাক্ষর) মহিলা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, ২০১১ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯১৮।
মাত্র ২২.৬৭ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, তবে তফসিলি জাতির লোকদের ক্ষেত্রে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪.৩১ শতাংশ এবং অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে ২৪.৬৫ শতাংশ। সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে এটি মাত্র ১৭.৪৫ শতাংশ। ২১৫ টি তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, অনগ্রসর শ্রেণি এবং অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার উপর এই জাতিগত সমীক্ষা করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ২ অক্টোবর জাতিগত সমীক্ষার প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তাতে বিহার সরকারের রিপোর্টের সামগ্রিক তথ্য উদ্বেগজনক বলে সামনে আসে। জাতিগত আদমশুমারি করতে কেন্দ্রের অনিচ্ছার পরে নীতীশ কুমার এই সমীক্ষার আদেশ দেন।

জ্ঞানবাপি সমীক্ষার ৩০০ নথি ডাবল লকারে!

আপনজন ডেস্ক: বারাণসীর জেলা জজ ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থাকে ১৭ নভেম্বরের মধ্যে জ্ঞানবাপি মসজিদ সমীক্ষার রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী এখন রিপোর্ট তৈরি কাজ জোরকদমে চলছে। এর আগে, বারাণসীর জেলা বিচারকের নির্দেশে, এএসআই দল জ্ঞানবাপি প্রাঙ্গণ থেকে সংগ্রহ করা ৩০০ টিরও বেশি প্রমাণ বারাণসীর জেলা অফিসারের কাছে জমা দিয়েছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে অতিরিক্ত জেলা আধিকারিক প্রোটোকল বাচু সিংয়ের কাছে এই সমস্ত জিনিস হস্তান্তর করা হয়েছে। তাদের সোমবার সকাল ১০টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ১০টা পর্যন্ত জমা দিতে বলা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২৫০ টিরও বেশি উপকরণ ডাবল লকারের ভিতরে জমা করা হয়েছে এবং কিছু অন্যান্য প্রমাণও আজ জমা করা হবে।
সম্প্রতি, আদালত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস রাজলিঙ্গমকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে সমীক্ষার সময় পাওয়া জিনিসগুলি সংরক্ষণ করা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বারাণসীর দায়িত্ব। এর জন্য তাকে নিজের বা তার একজন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করতে হবে এবং তার কাছে সমস্ত জিনিস নিরাপদ রাখতে হবে। এই আদেশ অনুসারে, সমস্ত জিনিসগুলি ডাবল লকারে সুরক্ষিত রয়েছে।

এবার আয়কর দফতরের নোটিশ মন্ত্রী অখিল গিরিকে

আপনজন ডেস্ক: গত শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমারের সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, রাজ্যের এক জন অর্ধেক মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থার নেমন্তন্ন পেয়ে গিয়েছেন। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন রামনগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের কারামন্ত্রী মন্ত্রী অখিলে গিরির দিকে। কেন্দ্রীয় সংস্থার নোটিশ পাঠানো নিয়ে শুভেন্দুর আগাম ইঙ্গিত বাস্তবে মিলে গেল। আয়কর দফতর আগামী ১৩ নভেম্বর আয়কর দফতরে তাদের আয়ের নথি নিয়ে হাজিরা দিতে বলেছে কারামন্ত্রী অখিল গিরি ও মন্ত্রী-পুত্র সুপ্রকাশকে। অখিল গিরি ও সুপ্রকাশ গিরির সম্পত্তি এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব জানতে আয়কর দফতরের এই চিঠি। ইতিমধ্যে নোটিস প্রাপ্তির কথা জানিয়েছেন সুপ্রকাশ নিজেও। সূত্রের খবর আয়কর দফতর তাদেরকে এই নোটিশ পাঠিয়েছে ইমেইল মারফত। উল্লেখ্য, সম্প্রতি শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারীর বিপুল পরিমাণে আয় বৃদ্ধি নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেই অভিযোগের রেশ কাটতে না কাটতেই রাজ্যের মন্ত্রী পেলেন আয়কর দফতরের নোটিশ। ফলে, ইডি, সিবিআইয়ের সঙ্গে তৎপর হল আয়কর দফতর।

আলিগড়ের নাম বদল করে হরিগড় রাখতে চলেছে যোগী সরকার

আপনজন ডেস্ক: এলাহাবাদের পর উত্তরপ্রদেশের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের নাম পরিবর্তন করতে চলেছে উত্তর প্রদেশ সরকার। আলিগড় মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সর্বসম্মতিক্রমে শহরের নাম পরিবর্তন করে হরিগড় করার প্রস্তাব পাস করেছে। মেয়র প্রশান্ত সিংহল সোমবার একটি বৈঠকে প্রস্তাবটি উপস্থাপন করেন এবং সমস্ত কাউন্সিলরদের দ্বারা সমর্থিত হয় প্রস্তাবটি।উত্তরপ্রদেশ সরকার যদি আলিগড়ের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবকে সবুজ সংকেত দেয়, তবে এটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে নতুন নামকরণের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা বাড়িয়ে তুলবে। সাম্প্রতিকতম উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হ'ল ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে এলাহাবাদের নাম পরিবর্তন করে প্রয়াগরাজ করা। মেয়র প্রশান্ত সিংহল বলেন গতকালের বৈঠকে আলিগড়ের নাম পরিবর্তন করে হরিগড় করার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। সকল কাউন্সিলর সর্বসম্মতিক্রমে এটি সমর্থন করেন। এখন এই প্রস্তাব প্রশাসনের কাছে পাঠানো হবে। আমি আশা করি প্রশাসন বিষয়টি আমলে নেবে এবং আলিগড়ের নাম পরিবর্তন করে হরিগড় করার আমাদের দাবি পূরণ করবে। আলিগড়ের মেয়র প্রশান্ত সিংহল আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই এই দাবি উত্থাপিত হয়ে আসছে। একটি রাজ্য সরকার রাজ্যের মধ্যে যে কোনও শহর বা অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করতে পারে। একটি পৌর সংস্থা সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করার পরে, এটি রাজ্য সরকারকে চিঠি লিখবে। তারপরে রাজ্য সরকার প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে প্রেরণ করবে। মন্ত্রক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলি যদি প্রস্তাবটি অনুমোদন করে তবে রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে নাম পরিবর্তন করতে পারে। ২০২১ সালে জেলা পঞ্চায়েতের বৈঠকে আলিগড়ের নাম পরিবর্তন করে হরিগড় করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছিল এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে পাঠানো হয়েছিল। ২০১৯ সালে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তার সরকার রাজ্যজুড়ে জায়গাগুলির নাম পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালাবে। এখন সেটাই করা হচ্ছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩০০ সংখ্যা, ২১ কার্তিক ১৪৩০, ২৩ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

বাকস্বাধীনতা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখা যায়, জাতিকে নসিহত করিবার মতো লোকের অভাব নাই। তাহারা এত ভালো ভালো কথা বলেন, কিন্তু গ্রাউন্ডে তথা মাঠ পর্যায়ে গিয়া দেখা যায়, তাহাদের সেই কথার কানাকড়ি মূল্য নাই। কেন ইতিবাচক কথাবার্তা এইভাবে নেতিবাচক হিসাবে পরিবর্তিত হয়, তাহা ভাবিবার বিষয়ই বটে। এই সকল দেশে কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন না, যদি দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্যা কোথায়? আমরা সবকিছু দেখি, শুনি এবং লিখিয়াও থাকি। এই সকল দেশের বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজসহ সকলেই স্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে বলিয়া দাবি করা হয়। কিন্তু এই কথা কতটা সত্য? যে কোনো নির্বাচনে হারজিত আছে। এমনকি যেই সকল উন্নত দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়, যেই দেশের ভোটাররা শিক্ষিত, অর্থবিত্তে স্বাবলম্বী ও সচেতন, সেই সকল দেশেও দেখা যায় অর্ধেক লোকই ভোট দেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভোট পড়ে ৪০ শতাংশেরও কম। সেই জন্য কথা বলা ও মতামত দেওয়ার সময় লাগাম টানিয়া রাখাটাই কি উত্তম নহে? যাহারা সুষ্ঠুভাবে সবকিছু হইবার কথা বলেন, তাহারা কি জানেন না উন্নয়নশীল বিশ্বে কীভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা হয়? মামলা-হামলা কীভাবে করিতে হয় সেই ব্যাপারেও তাহারা সিদ্ধহস্ত। তাহা ছাড়া এই সকল দেশে প্লেগের মতো সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে দুর্নীতি। সেইখানে কে যে কাহার কথা অনুযায়ী কলকাঠি নাড়িতেছে, তাহা কেহ জানেন না। কথায় বলে অর্থই অনর্থের মূল। কিন্তু তাহার পরও এই সকল দেশে পরিবর্তন যে আসে না, তাহা নহে। অন্যায়-অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির কারণে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, অত্যাচার-অবিচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন, তাহারা সর্বদা কামনা করেন দেশে দ্রুত পরিবর্তন আসুক। তবে দ্রুত পরিবর্তন আসিবার কথা বলা ও কামনা করা যতটা সহজ, বাস্তবে তাহার প্রতিফলন ঘটানো তত সহজ নহে। এই জগতে সৃষ্টিকর্তাও কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। মানুষ পুঙ্খানুপুঙ্খ কোনো অন্যায়ের বিচার করিতে পারে না বলিয়া শেষ বিচারে তিনিই ভরসা। দেরিতে হইলেও পরকালে তো বটে, অনেক সময় এই পৃথিবীতেও সুবিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন তিনি। এই জন্য তিনি বারংবার আমাদের ধৈর্য ধারণ করিতে বলিয়াছেন এবং তিনি ধৈর্যশীলদের পছন্দ করিয়া থাকেন। সবুরে মেওয়া ফলে এই কথাটি নিরর্থক নহে। তাই অন্যায় করিয়া কেহ পার পাইবে না, এই বিশ্বাস আমাদের অন্তঃকরণে রাখিতে হইবে। যুগে যুগে দেশে দেশে বহু স্বৈরশাসক আসিয়াছেন। তাহারা মানুষকে সকল ধরনের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। দেশ ও প্রশাসন চালাইয়াছেন কঠোরহস্তে এবং ইহার যুক্তিস্বরূপ বলিয়াছেন, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার স্বার্থেই এইরূপ করা হইয়াছে। সেই সকল দেশেও শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খান, ইরানের রেজা শাহ, ফিলিপাইনের ফার্দিনান্দ মার্কোস, দক্ষিণ কোরিয়ার চুন দু হুয়ান প্রমুখ সকলেই দাবি করিয়াছেন, তাহাদের সময় দেশে প্রভূত উন্নয়ন হইয়াছে। নির্লিপ্তভাবে তাহা মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু এমন কী হইল যে, তিন দিনের মধ্যে সকল খেল খতম। তখন হয়তো কেহ ব্যথিত হৃদয়ে বলিতে পারেন, দেশ ও দশের জন্য তাহারা এত কিছু করিলেন, তাহার পরেও তাহাদের কেন এই পরিণতি? ইহার আগ পর্যন্ত এই সকল শাসক মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন, উন্নয়নের কারণে জনগণ তাহাদের সহিত সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে রহিয়াছে। ইহার চাইতেও দুঃখজনক বিষয় হইল, এই সকল উন্নয়নশীল দেশে প্রতিটি সরকারের পটপরিবর্তনের পূর্বে বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, আইনের শাসন ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর কথা বলা হয়। কিন্তু পরিবর্তনের পর দেখা যায়, যেই লাউ সেই কদু। বরং অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতি, হতাশা ইত্যাদি আগের তুলনায় বহু গুণ বৃদ্ধি পাইবার কারণে অনেকে তখন স্বগতোক্তি করিতে থাকেন যে, আগের জমানাই ভালো ছিল।

....

রাশিয়া কি ইসরাইল ও ইউক্রেন যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছে?

রাশিয়া যাকে ‘বিশেষ সামরিক অভিযান’ হিসেবে ধরে নিয়ে ইউক্রেনে হামলা করে বসে, বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ভারসাম্যের (ব্যালেন্স অব পাওয়ার) ওপর শুরু থেকেই তার একটা গভীর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর অন্যান্য অঞ্চলেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে দেখে আসছি আমরা। আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারগুলোও হাঁটছে ভিন্ন পথ ধরে। সর্বশেষ হামাস-ইসরাইল সংঘাতের সূত্র ধরে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার উত্তেজনার উত্তাপ আছড়ে পড়ছে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে, বহু দূর অবধি। লিখেছেন **বাসেল হজ জাসেম।**

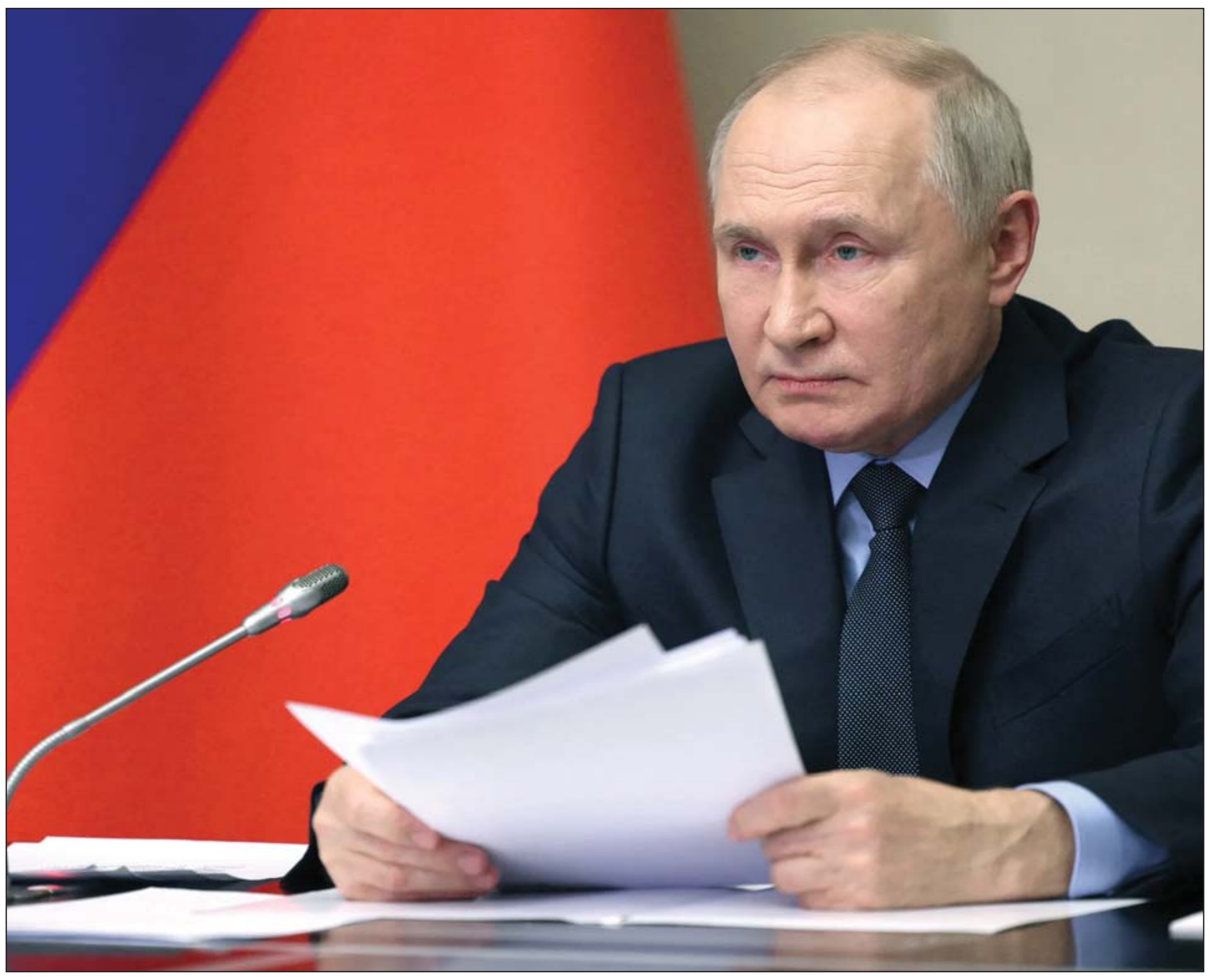

রাশিয়া যাকে ‘বিশেষ সামরিক অভিযান’ হিসেবে ধরে নিয়ে ইউক্রেনে হামলা করে বসে, বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ভারসাম্যের (ব্যালেন্স অব পাওয়ার) ওপর শুরু থেকেই তার একটা গভীর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর অন্যান্য অঞ্চলেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে দেখে আসছি আমরা। আন্তর্জাতিক অগ্রাধিকারগুলোও হাঁটছে ভিন্ন পথ ধরে। সর্বশেষ হামাস-ইসরাইল সংঘাতের সূত্র ধরে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার উত্তেজনার উত্তাপ আছড়ে পড়ছে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে, বহু দূর অবধি।

ইসরাইলে ‘আল-আকসা ফ্লাড’ নামে হামাসের হামলার পর যুদ্ধকবলিত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন তেল আবিবের প্রতি। বস্তুত, এর মধ্য দিয়ে তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন ‘আত্মরক্ষার অধিকার’। ইসরাইলের প্রতি ইউক্রেনের সমর্থন জানানোর ঘটনা অবাক করেছে অনেককেই। বিষয়টা আশ্চর্যজনক এ কারণে, যুদ্ধরত কিয়েভকে ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র দিতে অস্বীকার করে আসছিল ইসরাইল। যেই জেলেনস্কিকে আয়রন ডোম সিস্টেম সরবরাহে ‘না’ বলেছিলেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু, খোদ তাকেই জেলেনেস্কির সমর্থন করে বসাটা অবাক করার মতোই ঘটনা বইকি। তাছাড়া মস্কোর বিরুদ্ধে আরোপিত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকেও খুব একটা পাত্তা দেয়নি তেল আবিব।

ইসরাইলের প্রতি জেলেনস্কির সমর্থন জানানোর বড় কারণ হলো, গাজায় উত্তেজনা বাড়লে একধরনের অনিশ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে কিয়েভকে। বিশেষ করে ইসরাইল যদি কোনোভাবে বড় ধরনের স্থল সামরিক অভিযান শুরু করে, সেক্ষেত্রে ওয়াশিংটন তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে স্বভাবতই। এর ফলে কিয়েভের প্রতি পশ্চিমা সমর্থন আরো দুর্বল হয়ে উঠবে। অর্থাত্, ইউক্রেন-সংকট থেকে আন্তর্জাতিক মনোযোগ যেন সরে না যায়, সেজন্যই ইসরাইলের পক্ষে কথা বলতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন জেলেনস্কি। মধ্যপ্রাচ্য সংকট থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে কীভাবে সরিয়ে রাখা যায়, সেই চিন্তাও ছিল ইউক্রেন প্রেসিডেন্টের মাথার মধ্যে।

সন্দেহ নেই, দুই ফ্রন্টের সংঘাত সামলাতে ওয়াশিংটন বর্তমানে বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দুই ফ্রন্টের মধ্যে কাকে বেশি সময়-সুযোগ দেওয়া হবে, তার হিসাব নিয়েও ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে। ইউক্রেন নাকি ইসরাইল—কাকে বেশি সমর্থন দিলে রাশিয়াকে চাপে রাখা যাবে বেশি করে, সে বিষয় মাথায় রেখেই কৌশল সাজাচ্ছে মার্কিন মিত্ররা। তবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ইসরাইলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র যত বেশি মনোযোগী হয়ে পড়বে, তত বেশি লাভ হবে মস্কোর। ইসরাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে সামরিক, রাজনৈতিক, মিডিয়া, কূটনীতি—সব ক্ষেত্রে কিয়েভ গুরুত্ব হারাবে, যা বড় ধরনের সুবিধা এনে দেবে মস্কোর জন্য।

ঘটনা আছে আরেক জায়গায়। ইউক্রেন যুদ্ধ বা হামাস-ইসরাইল সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে তা বিশেষ সুবিধা এনে দেবে বেইজিংকেও। চীনের কাজ সহজ হয়ে উঠবে। তাইওয়ান ঘিরে যদি তলে তলে কোনো সামরিক দৃশ্যকল্প বাস্তবায়নের অভিলাষ পোষণ করে থাকে চীন, তবে সেই পথে অগ্রসর হওয়ার যুক্তি খুঁজে পাবেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এই দাবির পক্ষে বহু কথা বলা যায়। মাত্র একটা যুক্তি দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে :শুধু ওয়াশিংটন কেন, একই সময়ে একাধিক ফ্রন্টে যুদ্ধ সামলানো যে কোনো শক্তির জন্যই কঠিন। একসঙ্গে একাধিক যুদ্ধের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা অত সোজা নয়।

মনে রাখতে হবে, রাশিয়ার প্রাথমিক লক্ষ্য হলো পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থাকে ক্রমশ দুর্বল করে তোলা। আলোচনা আছে, এ কাজে পেছনে বসে মস্কোকে রসদ জোগাচ্ছে বেইজিং ও তেহরানের মতো মিত্র। এটা সম্ভবত কোনো সম্মিলিত প্রজেক্ট! এই প্রজেক্টের আসল উদ্দেশ্য এমন হতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্বের অবসানের উদ্যোগ গ্রহণের পটভূমিতে সংঘাত-সংঘর্ষকে সেই পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করানো, যেখান থেকে বিশ্বের প্রধান সামরিক শক্তি হিসেবে ওয়াশিংটনের শক্তিমত্তার প্রকৃত

ইসরাইলের প্রতি জেলেনস্কির সমর্থন জানানোর বড় কারণ হলো, গাজায় উত্তেজনা বাড়লে একধরনের অনিশ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে কিয়েভকে। বিশেষ করে ইসরাইল যদি কোনোভাবে বড় ধরনের স্থল সামরিক অভিযান শুরু করে, সেক্ষেত্রে ওয়াশিংটন তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে স্বভাবতই। এর ফলে কিয়েভের প্রতি পশ্চিমা সমর্থন আরো দুর্বল হয়ে উঠবে।

ওজন সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে। একই সময়ে দুটি পৃথক যুদ্ধে দুই মিত্র ইসরাইল ও ইউক্রেনকে কীভাবে সমর্থন দিয়ে যাবে পশ্চিমা বিশ্ব, সে বিষয়ও পরিষ্কার হবে।

ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে হলেও তা ইউক্রেন ফ্রন্টে সুবিধা বয়ে আনবে রাশিয়ার জন্য। দীর্ঘ মেয়াদে এটা রাশিয়ার স্বার্থের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ না-ও হতে পারে, বিশেষ করে যদি ইরান এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে মস্কোকে কোনো একটা পক্ষে অবস্থান নিতে হবে প্রকাশ্যে, যা আপাতত এড়াতে চাইছেন পুতিন। হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ যদি আরো বেশি তীব্র হয়ে ওঠে, তাহলে সিরিয়ায় রাশিয়ার উপস্থিতির স্থিতিশীলতা বিবেচনায় ইরান-ইসরাইল সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হতে সময় নেবে না এক মুহূর্তও! ঘটনা এতটুকুতেই থেমে থাকবে না। ইউক্রেনেও বাড়বে রুশ অভিযান, যা নিশ্চয় চাইবে না পশ্চিমা জোট।

আমরা লক্ষ করে আসছি, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কিয়েভকে ধরাশায়ী করে যুদ্ধে জয় লাভ করা যাবে—এমন চিন্তা থেকেই মূলত ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের পথে পা বাড়ান পুতিন। তবে সফলতার মুখ দেখেনি পুতিনের সেই পরিকল্পনা। কোনো সন্দেহ নেই, ইউক্রেনের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের ব্যাপক সমর্থন এবং রুশ আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সমন্বয় রুশ বাহিনীকে রুখে দিতে বড় ধরনের সুবিধা এনে দিয়েছে কিয়েভের জন্য। শুধু তাই নয়, পশ্চিমা অস্ত্রশস্ত্রের ওপর ভর করেই এখন পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে টিকে আছে ইউক্রেন। এসবের পাশাপাশি মার্কিন তথা পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কিয়েভকে জুগিয়েছে বাড়তি মনোবল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমরা একা লড়ছি না, ইউক্রেনের এরূপ মনোভাব পোষণের পেছনেও একমাত্র শক্তি হচ্ছে পশ্চিমা শক্তি। কথা এখানেই শেষ নয়। যে মিথ্যা গোয়েন্দা তথ্য ও প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি করে যুদ্ধের মাঠে নেমে পড়েন পুতিন, তাতেও সম্ভবত হাত ছিল কারো না কারো! একটা বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া জরুরি। রুশ বাহিনী ইউক্রেনের অবকাঠামো খাত ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে দিতে সফল হয়েছে বটে, কিন্তু ইউক্রেনের সরকারকে উত্খাত করার ব্যাপারে পুতিনের তরফ থেকে সে ধরনের প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। এ কথা সত্য, রাশিয়াকে কোণঠাসা করে রাখার পেছনে ইউক্রেনের আসল উদ্দেশ্য হলো মস্কোকে একেবারে ক্লান্ত করে ফেলা। সামরিক ও বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি পুতিনকে রাজনৈতিকভাবে একঘরে করে রাখা। তবে এ কাজে সহায়তা করতে কিয়েভ তথা পশ্চিমাদের যে ঘাম ছুটে যাচ্ছে, এমন কথা বলতেই হয়।

ইউক্রেনের মতোই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দান আঁকড়ে পড়ে আছে পুতিন বাহিনীও। রুশ প্রেসিডেন্টও হাঁটছেন বিশেষ কৌশল ধরে। ইউক্রেনের প্রতি পশ্চিমা সমর্থন তলানিতে নামার অপেক্ষা করছেন তিনি। পুতিন সম্ভবত কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে টার্গেটে রেখে এগোচ্ছেন। অর্থনৈতিক সংকট, বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকটের ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে কূটনৈতিক বিভাজন—ইউক্রেনকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে এসবের দিকেই তাকিয়ে আছেন পুতিন। সংকট যত বাড়বে, ইউক্রেন তথা পশ্চিমা পক্ষের অবস্থা তত প্রকটতর হতে থাকবে বলেই পুতিনের ধারণা। এ ধরনের কৌশল অবশ্য কাজেও দেয় বেশ! অর্থাত্, ইউক্রেন যুদ্ধের বর্তমান বাস্তবতা হলো, একে অপরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য উভয় পক্ষই বাজি ধরছে ‘সঠিক সময়ের ওপর’। তবে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, কোনো পক্ষই কামিয়াব হবে না। বরং, চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই দানা বাঁধবে নতুন যুদ্ধ, মাথাচাড়া দেবে নতুন নতুন সংঘাত।

ওপরের বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষকেরা বলছেন, ‘নতুন বিশ্বব্যবস্থা (নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার)’ গড়ে উঠবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। সেক্ষেত্রে ভূরাজনীতির হিসাবেও ঘটবে আমূল পরিবর্তন। রাশিয়া ও পশ্চিমা জোটের মধ্যকার চলমান বিবাদ-দ্বন্দ্বের ফলাফল যাই হোক না কেন, পশ্চিমা পক্ষ যে বেশ চাপের সম্মুখীন, তা এক প্রকার নিশ্চিত। আজকের দিনের হিসাব হলো, ইউক্রেনই মার্কিন তথা পশ্চিমা শক্তির একমাত্র ফ্রন্ট নয়, বরং অনেকগুলো ফন্টের মধ্যে একটা। সুতরাং, প্রশ্ন তোলা যায়, নতুন যে বিশ্বব্যবস্থা দেখব আমরা, সেখানে কি সত্যিকার অর্থেই নতুন কিছু পরিলক্ষিত হবে? নাকি বিশ্ববাসীকে নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর কাতারে দাঁড় করিয়ে রেখে একেকটা রাষ্ট্র পরিণত হতে থাকবে বিকলাঙ্গ ভূখণ্ডে?

লেখক: গবেষক ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা
ডেইলি সাবাহ থেকে অনুবাদ:

কোনও ইহুদি রাষ্ট্র ৮০ বছর টেকে না–যে ভয়ে ভীত ইসরায়েল/২

সারফুদ্দিন আহমেদ

রিউভেন বলেছিলেন, ‘আমরা জায়নবাদীরা এই বাস্তবতা কি মেনে নিতে পারি? আমরা কি এই বাস্তবতা মেনে নিতে পারি যে, ইসরায়েলের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক (আরব ও ফান্ডামেন্টালিস্ট ইহুদি) নিজেদের জায়নবাদী মনে করে না এবং আমাদের জাতীয় সংগীত গায় না?’

২০১৭ সালে ইসরায়েলের হারেৎজ পত্রিকায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, ইসরায়েলকে অবশ্যই অস্তিত্ব বিষয়ক হুমকির কথা মাথায় রেখে এক হয়ে থাকতে হবে। তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ১৪০ বছর ধরে কেনান শাসন করা হাসমোনিয়ান ইহুদিরাও ৮০ বছরের বেশি একতা ধরে রাখতে পারেনি।’

চলতি দফায় প্রধানমন্ত্রিত্ব নেওয়ার আগে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, ইসরায়েলকে আট দশকের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার নিশ্চয়তা তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারই দিতে পারে। আর এর আগের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট ২০২০ সালে তাঁর নির্বাচনী প্রচারে বলেছিলেন, একমাত্র তাঁর সরকারই অষ্টম দশকের অভিশাপকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিতে পারে। তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের অবশ্যই দেশের ভেতর থেকে ভেঙে না পড়ার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে; কারণ ইসরায়েলের মুখোমুখি সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হলো অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি। আমরা সেই বিলুপ্তির ঝুঁকিতে আছি যা ইহুদিদের পূর্ববর্তী রাজ্যগুলোর সঙ্গে ঘটেছিল।’

অর্থাৎ এই ‘অষ্টম দশকের অভিশাপ’ নিয়ে যে একটি ধারণা ইহুদিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, সেটি এই নেতাদের কথায় বোঝা যায়।

দ্য মিডল ইস্ট মনিটর পত্রিকায় ২০২২ সালের ১২ মে প্রকাশিত একটি কলামে লিগ অব পার্লামেন্টারিয়ানস ফর আল কুদস-এর মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মাকরাম বালাবি বলেছেন, ইসরায়েলিদের মধ্যে নানা বিভেদ ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান হচ্ছে। হেরেদি সম্প্রদায় ও ধর্মীয় জায়নবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনেক গভীর হয়েছে। হেরেদি সম্প্রদায় জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকেন, তারা তাওরাতের শিক্ষার পরিপন্থী কাজ করে থাকেন এবং তাঁদের জুলুমের কারণেই মুসলমানদের দিক থেকে ইহুদিদের ওপর পাল্টা আঘাত আসে। আর জায়নবাদীরা হেরেদি সম্প্রদায়কে আরবদের তোষণকারী বলে থাকে। এ ইস্যুতে আদর্শগতভাবে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব গভীর হচ্ছে।

‘অষ্টম দশকের অভিশাপ’ শুধু যে ইহুদি সমাজে আলোচিত হয় তা নয়, ফিলিস্তিনি ও আরব নেতাদের কথার মধ্যেও সেই শাস্ত্রীয় অভিশাপের উল্লেখ অনেকবার এসেছে। ২৫ বছর আগে হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন বলেছিলেন, ইসরায়েলের ভেঙে পড়ার সময়কাল শুরু হয়ে গেছে। হামাসের বর্তমান মুখপাত্র আবু উবায়দাও তাঁর সর্বশেষ ঘোষণায় ইহুদিদের উদ্দেশে বলেছেন, ইসরায়েলের সময় শেষ। এই যুদ্ধই চূড়ান্ত যুদ্ধ। অবশ্য ইতিহাসবেত্তাদের অনেকে বলছেন, যেহেতু এর আগের সবগুলো ইহুদি রাজ্য ৮০ বছরের মধ্যে ভেঙে পড়েছে, সে কারণে ভবিষ্যতে যাতে ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে শেষ না হয়ে যায়; তাঁরা যাতে একতাবদ্ধ থাকে; সে জন্য ধর্মীয় নেতারা এই অভিশাপের কথা বলেছেন।

অনেকে বলছেন, ৮০ বছরে তৃতীয় প্রজন্মের উদ্ভব হয়। তাঁরা বলছেন, একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠাকালীন প্রজন্ম সাধারণত ঐক্যবদ্ধ থাকে। তাঁদের সন্তানদের মধ্যে, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে কিছুটা বিরোধ তৈরি হয়। আর দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদের মধ্যে, অর্থাৎ তৃতীয় প্রজন্মের মধ্যে সেই বিরোধ চূড়ান্ত রূপ নেয়। এতে মোটামুটি ৮০ বছর সময় লেগে যায়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ইসরায়েলের নাগরিকদের পারস্পরিক মতানৈক্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ২০২৮ সালের মধ্যে ইসরায়েল নামক শক্তিশালী রাষ্ট্রটি অন্তর্কোন্দলে ভেঙে যাবে তা কোনো যুক্তির কথা নয়।

তাঁরা এই অভিশাপের ধারণাটিকে ধর্মীয় কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু যেহেতু ইসরায়েলের জনগণের মনে এ নিয়ে একটা আতঙ্ক রয়ে গেছে, সেহেতু হামাসের সর্বশেষ এই হামলাকে তাঁদের অনেকে ‘অষ্টম দশকের অভিশাপের’ সঙ্গে মিলিয়ে ফেলছেন। এতে তাঁরা প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন এবং সে কারণেই হয়তো ইসরায়েল সরকার সাধারণ জনমানসকে আশ্বস্ত করতে দানবের মতো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

সারফুদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক

প্রথম নজর

উপহার পাওয়া গ্রেনেড বিস্ফোরণে সন্তানসহ ইউক্রেনীয় কমান্ডারের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: জন্মদিনের উপহারবাক্সে পাঠানো গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন ইউক্রেনের সেনা বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ভ্যালেরি জালুঝনির উপদেষ্টা এবং বাহিনীর অন্যতম একজন কমান্ডার ও তার সন্তান।
সোমবার (৬ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে এক পোস্টে জেনারেল জালুঝনি বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ইউক্রেনীয় বাহিনীর অন্যতম কমান্ডার এবং আমার সহকারী মেজর গেনান্দি চাস্তিয়াকভ ও তার শিশু সন্তান (ছেলে) নিহত হয়েছেন। তার জন্মদিনের উপহারবাক্সে কেই বোমা ভরে রেখেছিল, সেটি বিস্ফোরণেই মৃত্যু হয়েছে তার।'
ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইগর ক্লিমেনকো টেলিগ্রামে এক বিবৃতিতে বলেন, 'ওই দিন ছিল মেজর চাস্তিয়াকভের জন্মদিন এবং প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, চাস্তিয়াকভের ছেলে বাড়ির দরজার বাইরে থেকে একটি উপহারের বাক্স এনে তার বাবার সামনে এনে সেটি খুলেছিল।'
'খোলার পরে সে গ্রেনেডটি দেখতে পায় এবং সেটি নিয়ে খেলা শুরু করে। এ সময় চাস্তিয়াকভ তার ছেলের হাত থেকে গ্রেনেডটি ছিনিয়ে নেয়ার সময় কোনোভাবে সেটির পিন খুলে যায় এবং পিতা ও শিশুপুত্র– উভয়ের মৃত্যু ঘটে।'
পুলিশ জানিয়েছে, উপহারের সেই বাক্সে মোট তিনটি গ্রেনেড ছিল এবং ইউক্রেনীয় সেনা বাহিনীর একজন সেনা সদস্য সেটি পাঠিয়েছিলেন। ওই সেনা সদস্যকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ।
২০১৫ সালে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত মিনস্ক চুক্তি লঙ্ঘণ, ক্রিমিয়াকে রুশ ভূখণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য তদবিরের ঘটনায় কয়েক ধরে বছর টানোপোড়েন চলার পর ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রুশ বাহিনী।

লেবানন থেকে ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছে হামাস

আপনজন ডেস্ক: গাজা-ইসরায়েলের রক্তাক্ত সংঘাতের এক মাস পূর্ণ হলো আজ। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাস ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর থেকে গাজায় ক্রমাগত পাল্টা আক্রমন করতে থাকে ইসরায়েল। গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা এতোটাই তীব্র রূপ নেয় যে, গত এক মাসে ওই উপত্যকায় যতো হতাহত হয়েছে তা ২১ মাসে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।
গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর থেকে ইসরায়েলের অব্যাহত বিমান হামলায় এখনো পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে চার হাজারেরও বেশি শিশু। পাল্টা প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসও। এর মধ্যেই চলমান এই সংঘাত পেয়েছে নতুন মাত্রা। গাজার পাশাপাশি এবার লেবানন থেকেও ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছে হামাস।
মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি হামলার জবাবে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইসরায়েলে সিরিজ রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে হামাস। সোমবার টেলিগ্রামে এক বিবৃতিতে হামাসের কাসাম ব্রিগেডের লেবানন শাখা বলেছে, তারা উত্তর ইসরায়েলি শহর নাহারিয়া এবং হাইফা শহরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে ১৬টি রকেট নিক্ষেপ করেছে।
অন্যদিকে ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা এক ঘণ্টার মধ্যে লেবানন থেকে প্রায় ৩০টি রকেট নিক্ষেপের ঘটনা শনাক্ত করেছে।

ফিলিস্তিনের সমর্থনে জাকার্তায় তিন ধর্মের বিশাল সমাবেশ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে সংহতি জানাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপসহ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ। গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর থেকেই ছোট পরিসরে মিছিল বের করে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানাচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ার সক্রিয় কর্মীরা। তাঁরা নভেম্বর মাসকে ফিলিস্তিন সংহতির মাস হিসেবে ঘোষণা দেন।
এরপর গত রবিবার জাকার্তার জাতীয় মনুমেন্ট কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ সংহতি সমাবেশে অংশ নেয় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি সমর্থক।
দি ইন্দোনেশিয়ান ওলামা কাউন্সিল আয়োজিত আন্তর্ধর্মীয় এ সমাবেশে খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও অংশ নেন। তা ছাড়া দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেতনো মারসুদিসহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও এতে উপস্থিত হন।
সেদিন সকাল থেকেই তাঁরা সাদা পোশাক পরে ন্যাশনাল মনুমেন্ট স্কয়ারে জড়ো হন। তাঁদের মাথায় ছিল সাদা ও কালো রঙের ঐতিহ্যবাহী ফিলিস্তিনি স্কার্ফ। আর হাতে ছিল ফিলিস্তিনের পতাকা। অবিলম্বে গাজায় যুদ্ধবিরতি ও আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরায়েলি নৃশংসতার তদন্তের দাবি জানিয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিতে থাকেন তাঁরা। এ সময় তাঁরা ইসরায়েলি পণ্য বয়কট, উপনিবেশবাদের অবসান ও স্বাধীন ফিলিস্তিন গঠনে বিশ্ব নেতৃত্বকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
রেতনো মারসুদি বলেন, 'আজ আমরা মানবতার প্রতি আমাদের সংহতি জানাতে নিজেদের বৈচিত্র্য নিয়ে এখানে সমবেত হয়েছি। ইন্দোনেশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে আমরা ফিলিস্তিন জাতির সংগ্রামের প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সমর্থন আবার নিশ্চিত করতে চাই। ফিলিস্তিন, তুমি আমার ভাই। আমি ও আমার ইন্দোনেশিয়া সব সময় তোমার সঙ্গে থাকব। আমার ইন্দোনেশিয়া এবং আমি সব সময় তোমার সঙ্গে রয়েছি, যতক্ষণ না উপনিবেশকারীরা তোমার বাড়ি ছেড়ে না যায়। গাজায় প্রতি ১০ মিনিটে একটি শিশু হত্যা করা হচ্ছে।
হাজার হাজার মাতা-পিতা তাঁদের সন্তানদের হারিয়েছে। হাজার হাজার শিশু তাদের মাতা-পিতাকে হারিয়েছে। আমার ইন্দোনেশিয়া ও আমি কখনো সাহায্য করা থেকে পিছপা হব না।'
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়া একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহু সংস্কৃতির দেশ। ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে দেশটি ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখেনি। দেশটি দীর্ঘকাল ধরে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে দখলদারির অবসান এবং ১৯৬৭ সালের আগের সীমারেখার ভিত্তিতে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছে।
সমাবেশে অংশ নেওয়া ৪০ বছর বয়সী ইসিয়ানা আরথারিনি বলেন, 'একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে আমি পুরোপুরি শক্তি ও সামর্থ্যহীন। সর্বনিম্ন আমি যা করতে পারি তা হলো তাদের প্রতি সমর্থন দেখানো।' পরিবারসহ সমাবেশে অংশ নেওয়া বারলিয়ান ইদরিস বলেন, 'আহত ফিলিস্তিনি শিশুদের ছবি ও গাজায় ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞের ছবি আমাকে কাঁদিয়েছে। আমরা হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। আমরা ইসরায়েলের নৃশংসতার নিন্দা জানাচ্ছি। আমরা ফিলিস্তিনকে সমর্থন করি এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি জানাই।'
২২ বছর বয়সী সায়িফা বলেন, 'আমি এই সমাবেশে অংশ নিয়েছি যেন আমি মানুষকে দেখাতে পারি যে ইন্দোনেশিয়ায় অনেক মানুষ আছে, যারা ফিলিস্তিনি ইস্যুতে খুবই সোচ্চার। আমি মনে করি, মানবতার জন্য আপনার কণ্ঠস্বর উঁচু করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত ফিলিস্তিনি ইস্যুতে বর্তমানে যা ঘটছে তা কোনো সংঘাত নয়, তা সুস্পষ্ট গণহত্যা।'

বিএনপি এবং সমমনা দল ও জোটের ডাকা দেশব্যাপী অবরোধের সমর্থনে রাজধানীতে মিছিল করেছে গণফোরাম (মোস্তফা মোহসীনের নেতৃত্বাধীন) ও বাংলাদেশ পিপলস পার্টি। এ মিছিলে অংশ নেন দল দুটির নেতা-কর্মীরা। মিছিল শেষে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গাজা শিশুদের জন্য কবরস্থানে পরিণত হচ্ছে: জাতিসংঘ মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা ক্রমেই 'শিশুদের জন্য কবরস্থানে' পরিণত হচ্ছে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। তিনি সোমবার নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেছেন, গাজা শিশুদের জন্য কবরস্থানে পরিণত হচ্ছে। প্রতিদিন সেখানে শত শত বালক ও বালিকা হতাহত হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।
গত এক মাস ধরে গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান চালাচ্ছে মানবতার শত্রু ইসরাইল। ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে ৭ অক্টোবর ভয়াবহ পরাজয়ের মুখোমুখি হওয়ার পর থেকে গাজার নিরপরাধ বেসামরিক ফিলিস্তিনি জনগণের উপর অবিরাম বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তেল আবিব। বর্বর এই হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা সোমবার ১০ হাজার অতিক্রম করেছে।
সংবাদ সম্মেলনে গুতেরেস আরো বলেন, যুদ্ধে আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, ইসরাইলি বাহিনী একসঙ্গে বেসামরিক নাগরিক, হাসপাতাল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জা এবং জাতিসংঘের স্থাপনার ওপর বোমাবর্ষণ করে যাচ্ছে। গাজায় এখন আর কেউ নিরাপদ নয়। গাজা উপত্যকায় এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের ৮৯ কর্মী ইসরাইলি গণহত্যার শিকার হয়েছেন জানিয়ে গুতেরেস বলেন, জাতিসংঘের ইতিহাসে আর কখনও কোনো যুদ্ধে এত বেশি সংখ্যক কর্মী নিহত হননি। গাজায় অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, আমাদেরকে এই নৃশংস, ভয়ঙ্কর ও যন্ত্রণাদায়ক ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেরিয়ে আসার একটি উপায় খুজে বের করতে হবে।
গুতেরেস বলেন, গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। গাজার বিরুদ্ধে ইসরাইলের চলমান যুদ্ধে বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষা করাকে 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার' দেয়ার আহ্বান জানান জাতিসংঘ মহাসচিব।
গাজাবাসীর জন্য এখন মানবিক ত্রাণ অতি জরুরি বলেন জানান গুতেরেস। তিনি বলেন, যুদ্ধের আগে যেখানে গাজায় প্রতিদিন পণ্যবাহী ৫০০ ট্রাক ঢুকত সেখানে গত দু'সপ্তাহে সব মিলে মাত্র ৪০০ ট্রাক প্রবেশ করেছে। গুতেরেস বলেন, শুধুমাত্র রাফাহ ক্রসিং দিয়ে গাজাবাসীর সমুদ্রসম প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়। তিনি ইসরাইলের অন্যান্য ক্রসিং খুলে দিয়ে গাজার বেসামরিক নাগরিকদের জন্য ব্যাপকভাবে ত্রাণ সরবরাহ করার সুযোগ দেয়ার আহ্বান জানান।

উত্তর চীনে প্রবল তুষারপাত, মঙ্গোলিয়ায় মৃত ৮

আপনজন ডেস্ক: প্রবল তুষারপাতে বিপর্যস্ত চীনের হেলিয়ংজিয়াং প্রদেশ। পাশাপাশি মঙ্গোলিয়ায় তুষারপাতের ফলে আটজনের মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গোলিয়ার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেখানে ছয়জন নারী, একজন পুরুষ ও একটি ১২ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যু হয়। তারা তাদের পশুর সন্ধানে বাইরে গেছিলেন।
জানা গেছে, তুষারপাতের কারণে হেলিয়ংজিয়াংয়ের রাজধানী হারবিনে প্রাথমিক স্কুল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বহু ট্রেন ও প্লেন শিডিউল বাতিল করা হয়েছে। প্রায় সব প্রধান সড়ক বন্ধ। এই প্রদেশের বিশাল এলাকা বরফের তলায় চলে গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষকে বলা হয়েছে, তারা যেন জরুরি কারণ ছাড়া বাইরে না আসেন বা অন্য জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা না করেন।
এদিকে হারবিনেও প্রবল তুষারপাতে বিপর্যস্ত প্রায় অর্ধকোটি মানুষ। সেখানেও বহু বিমান ও কয়েকশ ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। সংবাদপত্র চায়না ডেইলির খবরে বলা হয়েছে, ২৪ হাজার মানুষ রাস্তা থেকে বরফ পরিষ্কারের কাজ করছেন।
জিয়ামুসি শহরে একটি জিমের একটা অংশ ভেঙে পড়ে। সেখানে তিনজন আটকে পড়েছেন। তবে অতিরিক্ত বরফ পড়ার জন্য নাকি অন্য কোনো কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা স্পষ্ট হয়নি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাজায় ইসরায়েলের নৃশংস হামলায় নিহতের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়ালো

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় হানাদার ইসরায়েলি বাহিনীর নজিরবিহীন হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১০ হাজার ছাড়িয়েছে।
সোমবার (৬ নভেম্বর) গাজা উপত্যকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রায় এক মাস ধরে চলা ইসরায়েলের অব্যাহত হামলায় ১০ হাজার ২২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৪ হাজার ১০৪ জনই শিশু।
এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের এই ভয়াবহ যুদ্ধ অবসানের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরা এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'যথেষ্ট হয়েছে।' অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়েছেন তারা।
তবে যুদ্ধবিরতির জন্য ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাপ প্রত্যাখ্যান করে ইসরায়েল বলেছে, গত ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে তাণ্ডবের সময় হামাসের হাতে জিম্মিদের প্রথমে মুক্তি দেওয়া উচিত।
জাতিসংঘের প্রধানরা যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, 'একটি পুরো জনগোষ্ঠী অবরুদ্ধ এবং হামলার মুখে রয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের বাড়ি, আশ্রয়কেন্দ্র, হাসপাতাল এবং উপাসনালয়ে বোমা হামলা করা হয়েছে। এটা একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়।'
'আমাদের অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতি দরকার। ৩০ দিন হয়ে গেছে। যথেষ্ট হয়েছে। এই যুদ্ধ এখনই বন্ধ করা উচিত।'
বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা জাতিসংঘের ১৮টি সংস্থার প্রধানদের মধ্যে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রেইয়েসুস এবং জাতিসংঘের দাতব্যবিষয়ক সংস্থার প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস রয়েছেন।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের একজন প্রতিনিধি গাজা থেকে বলেছেন, গত ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার পর ইসরায়েলের শুরু করা যুদ্ধে রোববার রাতে আকাশ, স্থল এবং সমুদ্রপথে সবচেয়ে তীব্র বোমাবর্ষণ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। হামাসের হামলায় ইসরায়েলে এখন পর্যন্ত এক হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। আর হামাসের হাতে জিম্মি রয়েছেন ২৪২ জনের বেশি ইসরায়েলি ও বিদেশি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০২ মি.

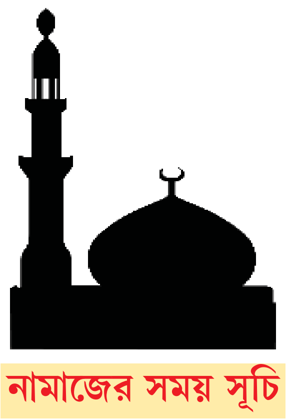

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২২	৫.৪৫
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৯	
মাগরিব	৫.০০	
এশা	৬.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

পশ্চিমারা মধ্যপ্রাচ্যকে 'বড় যুদ্ধের' দিকে ঠেলে দিচ্ছে: রাশিয়া

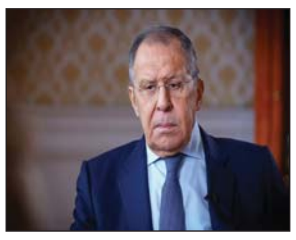

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমারা মধ্যপ্রাচ্যকে বড় যুদ্ধের যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। সোমবার মস্কোতে এক অনুষ্ঠানে ল্যাভরভ বলেন, এখন আমরা দেখছি যে কীভাবে অ্যাংলো-স্যাক্সনরা (পশ্চিমা বিশ্ব) মধ্যপ্রাচ্যকে বড় যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর আগে তারা ইউক্রেন, ইরাক ও সিরিয়াতেও একই ভূমিক নিয়েছিল। তিনি বলেন, তাদের এই নীতির কারণে যুদ্ধের প্রাণহানি ক্ষয়ক্ষতি তো রয়েছেই, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ, শরণার্থী সমস্যা, অভিবাসী সংকট ও বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা। ল্যাভরভ বলেন, পশ্চিম যুদ্ধের বিস্তার চায়, কারণ তারা নিজেদের সমস্যা মেটানোর জন্য অন্যদের অর্থ-সম্পদ ব্যবহারে অভ্যস্থ হয়ে পড়ছে; কিন্তু এটা সম্ভব নয়। আপনি নির্লজ্জভাবে কারো ওপর অবিরত আধিপত্য বিস্তার করতে পারবেন না। সেই সময় আর নেই। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের গাজাভিত্তিক প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলের অভ্যন্তরে অতর্কিত হামলা চালায়। সেদিন থেকেই গাজায় অভিযান শুরু করে ইসরায়েলের বিমান বাহিনী। সেই অভিযান এখনও চলছে। হামাসের হামলায় ইসরায়েলে নিহত হয়েছেন দেড় হাজার মানুষ। এছাড়া হামলার প্রথম দিনই ইসরায়েল থেকে প্রায় আড়াইশ' জনকে জিম্মি হিসেবে গাজায় ধরে নিয়ে যায় হামাস।

ক্যামেরুনে বন্দুকধারীদের হামলা, নিহত ২০

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকার দেশ ক্যামেরুনে ভোররাতে বন্দুকধারীদের হামলায় ২০ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ১০ জন। সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। ক্যামেরুনের স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা ভিয়াং মেকালা সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, বন্দুকধারীরা মামফে শহরের পাশে এগবেকাও গ্রামে হামলা চালিয়ে বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ঘুমন্ত অবস্থায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করে।

যুদ্ধ শেষে গাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, হামাসের সাথে যুদ্ধ শেষে তার দেশ অনির্দিষ্টকালের জন্যে গাজার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে। সোমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যম এবিসি নিউজকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই কথা বলেন। তিনি বলেন, ইসরায়েল অনির্দিষ্টকালের জন্য গাজার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এর তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলের হামলায় গত ৭ অক্টোবরের পর থেকে এখন পর্যন্ত ১০ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৪ হাজারেরও বেশি। কিন্তু এবিসি নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু তাদের প্রকাশিত নিহতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।
এদিকে জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রসঙ্গে নেতানিয়াহু বলেন, তিনি এক পক্ষকে সমর্থন দিতে পারেন না। জিম্মিদের মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত কোন যুদ্ধবিরতি নয়। এর আগে গত ২৭ অক্টোবর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকে বিপুল ভোটে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাস হয়। গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েল আক্রমণের পর থেকে ইসরায়েল গাজায় অব্যাহতভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভরসা একমাত্র আল্লাহ্

সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)

মদিনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান
পঞ্চম হইতে দ্বাদশ কলা ও বিজ্ঞান, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ও জিডি সার্কেলভুক্ত

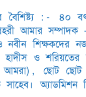
আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব

মূল অনুপ্রেরক -
পিছিয়ে পড়া সমাজের নয়ন-মনি দানবীর, বাংলার গৌরব আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন সাহেব ও তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত মুসলিম সমাজের গর্ব আলহাজ্ব নুরুল হক (আই.এ.এস) সাহেবের সুযোগ্য নেতৃত্বে সোনার মনিটরিং কমিটি।

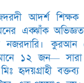
আলহাজ্ব নুরুল হক সাহেব

অফিসঃ 6294233308/ 7478196702 / 9475244994

--: মনের কথা :-

আপনার ভালোবাসার সন্তান ও আত্মীয়কে যদি প্রকৃতই ইসলামী ভাবধারায় উচ্চশিক্ষিত, দায়িত্বশীল নাগরিক ও দু' জাহানেরই গর্বের সন্তান তৈরি করতে চান, তবে অবশ্যই আমার মিশন পরিবারে দিতে অনুরোধ জানাই।

আমাদের বৈশিষ্ট্য :- ৪০ বৎসরের উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভাপতি ও প্রকৃত মানব ও সমাজদরদী আদর্শ শিক্ষক দ্বীনের অতন্ত্র প্রহরী আমার সম্পাদক - এই দুই সদাহাস্যময় ব্যক্তিত্বের প্রত্যহ নজরদারিতে এবং প্রকৃতই ভালোমানের ও ভালো মনের একঝাঁক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের নজরদারিতে আবির্ভাবেই এ প্রতিষ্ঠান সাড়া জাগিয়েছে। শুধু গণিত, ইংরেজি নয়— সর্ব বিষয়ে নজরদারি। কুরআন শেখা, তালিম, হাদীস ও শরিয়তের অনুশীলন, নামাজ— ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক। প্রতি ৩০ জনে ১ জন আরবি শিক্ষক (বর্তমানে ১২ জন— সারা দেশে একমাত্র আমরা), ছোট ছোট গ্রুপ কোচিং। প্রতি শনিবার বাদ ফজর সকল ছাত্রকে সামনে নিয়ে নৈতিক চরিত্র গঠনে ৪৫ মিঃ হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সাহেব। অ্যাডমিশন ফিজ ও সীট চার্জ একবার, সেশন চার্জ বছরে ১ বার, খাওয়া পড়ায় মাসে ১ বার এর বাইরে এক পয়সাও নয়। -

স্বপ্ন নয়, গল্প নয়- বিজ্ঞাপনের চমক- ও নয়। ৬০ শতাংশের বেশি ছাত্র দরিদ্র পরিবারের ও নামমাত্র খরচায় পড়াশুনা করা তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগের নিম্ন ও কিছু মধ্য মেধার ছাত্র নিয়ে এ অভাবনীয় ফল। মিশনের ভালো মানের ও ভালো মনের শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস মেহনতেরই প্রামাণ্য দলিল। মিশন সাম্রাজ্যের এই প্রতিষ্ঠানই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভারতবর্ষের বাইরে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলাধূলাতেও (মালয়েশিয়া ও ভুটানে) জাতীয় পতাকা হাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেও কাপ জিতেছে।

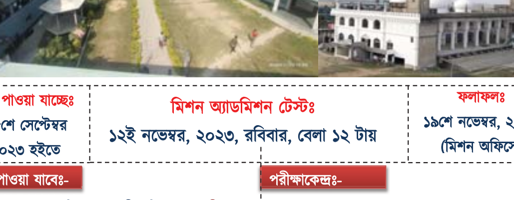

ফর্ম পাওয়া যাচ্ছেঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ হইতে
মিশন অ্যাডমিশন টেস্টঃ ১২ই নভেম্বর, ২০২৩, রবিবার, বেলা ১২ টায়
ফলাফলঃ ১৯শে নভেম্বর, ২০২৩ (মিশন অফিসে)

ফর্ম পাওয়া যাবেঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০, ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- মায়া আটাচাকী – রসিকপুর, বর্ধমান। ৯৪৩৪৪৭৩৭৪৪
- ওয়েবেল কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার- কৃষ্ণগঞ্জ, হুগলী, আকতার আলী খান – ৯৯৩২০৬৬১২৯
- সোলাইমানী দাওয়া ও দোওয়া (মুফতি মোক্তার সাহেব) – রসুলপুর স্কুল রোড(চশমার দোকানের উপরে)
- খান সু হাউস – নতুনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া। এনামুল হক খান, মোঃ- ৯৩৭৮৪৮৮৫৫৭
- সুপার মিল্ক স্টোর্স – মসজিদ মার্কেট, কাটোয়া। মহঃ মনোয়ার হোসেন – ৮৯১৮২৫৩১৯৫
- দীপ ওয়ার্ল্ড লিংক – সালার (পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড) ,মুর্শিদাবাদ, মোঃ- ৯৭৯২৯৭২২২২/ ৭৭৯৭৫৮৮৪১৮

পরীক্ষাকেন্দ্রঃ-
- সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন – মদীনাবাগ, সেহারাবাজার, পূর্ব বর্ধমান , মোঃ ৬২৯৭৩০২০৬০ ৯৯৩৩৬৫৫৭৯৯
- ইকরা মিশন – মোঃ ৬২৯৫১৯৪৫৩৬, কাঁটাগড়িয়া, লোহাপুর, বীরভূম
- সালার ইনফিনিট মিশন – সালার, রেলগেট, মুর্শিদাবাদ মোঃ ৯৭৩২৩০৩০৬৬/ ৭০৭৬৮৮৮৮৯৩
- আমিনা মিশন – কৃষ্ণপুর, চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর মোঃ ৯৯৩৩৭৯০২৪৪/ ৯৯৩২০৬৬১২৯ (পারভেজ সরকার)

প্রথম নজর

কালীপূজো উপলক্ষে পুজো কমিটিকে নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: দীপাবলি উৎসব ও কালীপূজো উপলক্ষে সমস্ত পুজো কমিটি গুলোকে নিয়ে বিশেষ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে। মঙ্গলবার সামসেরগঞ্জ থানার উদ্যোগে ধুলিয়ানের একটি লজে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার এসডিপিও রাসপ্রীত সিং, সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ওসি সুমিত বিশ্বাস, ফারাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, ধূলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান ইনজামামূল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। এদিন মূলত বিগত বছরের মতো এবছরও শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে কালীপূজো সম্পন্ন সহ নানাবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।জানা যায় একটি পিকআপ ভ্যানের ভিতরে বিশেষ কায়দায় তৈরি পাটাতনের নিচে একটি গোপন চেম্বার তৈরি করা হয়। সেই চেম্বার থেকে বিপুল পরিমাণে গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া ৬৮ প্যাকেট গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন পুলিশ।এদিন বালেশ্বর থেকে গাড়িটি আসছিল হরিহরপাড়া হয়ে নওদার দিকে যাওয়ার সময় হরিহরপাড়া ট্যাংরামারী ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কনো উত্তর না দিতে পারায় গাড়িতে তল্লাশি চালালে উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে গাজা। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃত ব্যক্তিকে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার বহরমপুর জেলা জজ আদালতে তোলা হবে। এত পরিমানে গাঁজা কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে কোথায় পাচার করার উদ্দেশ্যে এই ঘটনায় আর কে বা কারা জড়িত আছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ।

কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব গলসি তৃণমূল

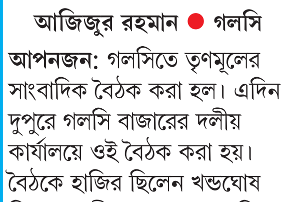

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসিতে তৃণমূলের সাংবাদিক বৈঠক করা হল। এদিন দুপুরে গলসি বাজারের দলীয় কার্যালয়ে ওই বৈঠক করা হয়। বৈঠকে হাজির ছিলেন খন্ডঘোষ বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগ, গলসি ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুজন মন্ডল, যুব সভাপতি হেমন্ত বাগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুজিত সাম সহ অনেকে। সুজন মন্ডল বলেন, একশো দিনের গরীব মানুষের বকেয়া টাকা না দিয়ে রাজনীতি করছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তারা রাজ্য ছাড়াও দিল্লীতে আন্দোলন করেছেন। তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। তবুও তারা থেমে নেই। বহুবার তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। তবুও ওই বঞ্চনা বন্ধ হয়নি। এদিকে একশো দিনের কাজের হিসাবের গরমিলের উত্তরে বিধায়ক বলেন, একশো দিনের সব কাজের হিসাব দেওয়া হয়েছে। যদি কোন জেলা বা ব্লকে গরমিল থাকে তাহলে সেই জায়গা গুলি চিহ্নিত করুক কেন্দ্রীয় সরকার। গোটা রাজ্যে হিসাবে ভুল আছে এমনটি তো সঠিক নয় বলেই আমার মনে হয়। এই বিষয়টি তারাও ভালো ভাবে জানেন। তাই অবিলম্বে গরীব মানুষদের টাকা প্রদান করুক কেন্দ্রীয় সরকার। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের এটা জানা উচিত যে তারা আমাদের নয় রাজ্যের কোটিকোটি গরীব মানুষদের বঞ্চনা করছে।

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বেতন, চরম সমস্যায় ১৫ জন অস্থায়ী কর্মী

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ বেতন। চরম সমস্যায় প্রায় ১৫ জন অস্থায়ী কর্মী। বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে এই শ্রমিকরা।মৎস্য দপ্তরের অন্তর্গত মালদার ইংরেজ বাজারের বড় সাগরদিঘী মৎস্য খামার। এখানে অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন প্রায় ১৫ জন। তাদের অভিযোগ গত ১৮-১৯ মাস ধরে তারা মাইনে পাচ্ছে না। ফলে চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে তারা। জেলা প্রশাসনিক মহল এর বিভিন্ন জায়গায় জানিও কোন লাভ হয়নি। এই পরিস্থিতির মধ্যে চরম সমস্যার মুখে এই কর্মীরা। এর মধ্যে কার্যত একজন বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বেতন না চালু হলে ভিন রাজ্যে গিয়ে তাদের পরিযায়ী হতে হবে।

শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির । তৃণমূলের দাবি বিষয়টি জানা নেই তবে খোঁজখবর নিয়ে জেলা প্রশাসনকে বলবো বিষয়টি গুরুত্ব দেখার জন্য।

ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বড়সাকো মডেল ফিশ ফার্মের ১৫ জন জন অস্থায়ী কর্মী প্রায় ১৯ মাস ধরে পাচ্ছেন না রীতিমতো চরম সমস্যায় পরিবারগুলি। অর্থের অভাবে তাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে না পাশাপাশি সংসার চালাতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে চারিধারে দিনের পর দিন দেনা বাড়ছে। অর্থের অভাবে চিকিৎসা না করাতে পেরে কয়েক মাস আগে এক অস্থায়ী কর্মী মৃত্যু ঘটেছে। পরবর্তীতে তার স্ত্রী ও স্বামীর জায়গায় কাজ যোগদান করেছে কিন্তু সেও বেতন পাচ্ছে না। অস্থায়ী কর্মীরা এই বিষয়ে মালদা জেলা পরিষদ ,জেলা প্রশাসন ,মৎস্য ভবন, এমনকি ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতি কেউ চিঠি দিয়ে বারংবার জানিয়েছে তাতেও কোন সুরাহা হয়নি। এইভাবে বেতন না পেলে আগামী দিনে তাদের আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু উপায় থাকবেন না জানাচ্ছেন অস্থায়ী কর্মীরা।

পাশাপাশি বেতনের দাবিতে হাতজোড় করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন ইংরেজ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেশ পাল জানান ইতিমধ্যেই অস্থায়ী কর্মীরা বিষয়টি তাদেরকে জানিয়েছেন তবে সংখ্যাটি ১৫ জন সেটা জানা ছিল না। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে আশা করা যায় খুব শীঘ্রই অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া হবে।

বালুর বাড়ির পরিচারকের নামে দামি ফ্ল্যাটের সন্ধান মিলল!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পরিচারক রাম স্বরূপ শর্মার একটি ফ্ল্যাটের হদিশ মিলল কেষ্টপুর অঞ্চলে । প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা মূল্যের এই ফ্ল্যাটটি সে কিনেছিল দু বছর আগে।

রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । এবার খোঁজ পাওয়া গেল তার পরিচারকের প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি ফ্লাটের । কেষ্টপুরের প্রফুল্ল কানন অঞ্চলে শান্তিনিকেতন এপার্টমেন্টের চতুর্থ তলে তার এই ফ্ল্যাট । এই অ্যাপার্টমেন্টের অন্যান্য বাসিন্দারা জানান, তারা জানতেন রাম স্বরূপ মন্ত্রীর পরিচারক হিসেবে কাজ করেন । তারা আরো জানান, মাঝেমধ্যেই তারা এই ফ্ল্যাটে এসে থাকেন । সূত্রের খবর, এই ফ্ল্যাটের পাশাপাশি কলেজ স্ট্রিটেও রাম স্বরূপের বাড়ি রয়েছে । মল্লিক বাড়িতে পরিচারকের কাজ করলেও রাম স্বরূপ রাজ্য কৃষি দপ্তরেও কর্মরত । প্রশ্ন উঠছে, এই ফ্ল্যাট কেনার টাকা তিনি কিভাবে পেয়েছিলেন এবং তিনি কি করে কৃষি দপ্তরে কাজ পেলেন সবটাই খতিয়ে দেখছে, ইডি আধিকারিকরা। এদিকে ইডি সোমবার রিমান্ড লেটার আদালতে পেশ করে। সেই তথ্য অনুযায়ী , রেশন বন্টন দুর্নীতির পর সামনে আসতে চলেছে ধান দুর্নীতি। রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে ফের ইডি হেফাজত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এবার আরও এক দুর্নীতির মামলার দিকে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইডি। এবার ধান দুর্নীতি। ধান কেনার নামে তছরুপ হয়েছে সরকারি টাকা। ভুয়ো চাষিদের নামে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তুলে নেওয়া হয়েছে টাকা। এমনটাই অনুমান ইডির। তাই আরও চাপে পড়তে চলেছেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়েই উঠে এসেছে ধান কেনায় দুর্নীতি কথা। এমনটাই জানিয়েছে ইডি।

সোমবার যখন জ্যোতিপ্রিয়কে আদালতে তোলা হয় তখন ইডি তাঁদের রিমান্ড লেটারে সেই তথ্য দিয়েছে। ধানচাষীদের কাছ থেকে সরকারি দামে ধান কেনে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি। ধানের দাম সরাসরি চাষিদের অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু ইডি তদন্ত করে দেখেছে, ধান কেনার ক্ষেত্রে সরকার ও কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলির মধ্যে চলে আসছে কোনও না কোনও এজেন্ট মারফত লেনদেন। মিল মালিকরা ওইসব এজেন্টদের মাধ্যমে সরকারি রেটের থেকে কম দামে ধান কিনে নিত।ওই ধান কেনার জন্য খাতায় কলমে কারচুপি করা হতো, এমনটাই অভিযোগ।

প্রসেস কিভাবে হত , সেই বিষয়ে জানা গিয়েছে, ওইসব এজেন্টরা কিছু চাষিদের জোগাড় করতো। তাদের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতো। সমবায় সমিতির খাতায় ওইসব চাষিদের দেখানো হতো। তাদের নামে ধান কেনা হতো। এভাবে ধান কিনলে মিল মালিকদের প্রতি কুইন্টালে ২০০ টাকা লাভ করত। ওই লাভের টাকায় মিল মালিক ছাড়াও এজেন্ট ও সরকারি আধিকারিকরা এমনকি মন্ত্রীও লাভবান হয়েছেন বলে অনুমান ইডির। এনিয়ে জ্যোতিপ্রিয়কে জিজ্ঞাসবাদ করেছে ইডি। জ্যোতিপ্রিয় ইডিকে জানিয়েছেন, তা হল তাঁর আমলে বিষয়টি তাঁর নজরে এসেছিল। তিনি সিআইডিকে দিয়ে তদন্তও করিয়েছিলেন। কিন্তু সেই তদন্তের অগ্রগতি কী তা তিনি বলতে পারেননি। তবে ইডি আরও একটি মামলা করতে চলেছে ।

বৈদ্যুতিক আলোর দাপটের জন্য হারিয়ে যেতে চলেছে মাটির প্রদীপ

মাফরুজা খাতুন ● কুলতলি

আপনজন: আর বেশ কিছুদিন পর দীপাবলি তথা কালীপূজা। সারা দেশে পালিত হয় আলোর রোশনায় কালীপূজা তথা দীপাবলি। আলোর রোশনায় ঝলমলে হয়ে উঠবে। ঘোর অমাবস্যায় অন্ধকারকে দুরে সরিয়ে ভিন্ন রকমের আলোর ঝলকানিতে আলোকিত হবে পথঘাট থেকে ঘরবাড়ি। আলোয় ঝল মল করবে ঘর বাড়ি সহ প্রাসাদ। দীপাবলীতে সেজে উঠবে ঘর। কিন্তু যাঁদের মাটির প্রদীপে ঝলমল করে বা করেছে উৎসবের আঙিনা, সেই মৃৎশিল্পীদের ঘরেই এখন অন্ধকার। কালীপুজো এলেই ঘর আলো করতে মাটির প্রদীপের চাহিদা বেশ থাকত। তবে বর্তমানে গৃহস্থরা ঝুঁকেছেন তুলনায় সস্তা এবং বাহারি বৈদ্যুতিক আলোর দিকে। এই পরিস্থিতিতে কালীপুজোর মুখে চিন্তায় একাধিক গ্রামের কুমোরদের মৃৎশিল্পীদের। চিন্তার ভাঁজ মাটির প্রদীপের কদর কমতে থাকায় এই কাজ ছেড়ে অনেকে অন্য কাজে বেছে নিয়েছে। আলোর উৎসব তথা দীপাবলীতে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে মাটির প্রদীপ। প্রদীপের চাহিদা কমলেও হাল ছাড়েননি। বংশ পরম্পরায়। এই কাজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী থানার অন্তর্গত পালের চক গ্রামের মৃৎশিল্পীরা।মৃৎশিল্পীরা পুজোর নানা উপকরণের সঙ্গে মাটির তৈরি প্রদীপ তৈরি করে আসছেন বংশ পরম্পরায়।কিন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতি বাজারে চলে আসায় প্রাচীন সেই মাটির প্রদীপ হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু বাজারে সেই প্রদীপের কম চাহিদা থাকায় প্রায় বন্ধের মুখে এই শিল্প। বিভিন্ন গ্রামের বহু কুমোর পরিবার আগে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল এখন সেটা কমে দাঁড়িয়েছে। মৃৎশিল্পীরা দীপাবলিকে সামনে রেখে ব্যস্ত নানা ধরনের প্রদীপ তৈরি করতে। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলতলী থানার অন্তর্গত পালের চক গ্রামের বিশ্বনাথ দাস ও তপন পাল বলেন, “আজকালকার ডিজিটাল যুগে যে হারে চায়না লাইট, টুনি বাল্ব ও নানা ধরনে এলইডি লাইট এসেছে বাজারে। তার কারণে মাটির প্রদীপের কদর কমেছে।

বকেয়া পুজোর বোনাস সহ বেশ কিছু দাবিতে বালুরঘাটে ডেপুটেশন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বকেয়া পুজোর বোনাস সহ বেশ কিছু দাবিতে বালুরঘাটে ডেপুটেশন জমা দিল পৌর স্বাস্থ্য কর্মীরা।

পৌর স্বাস্থ্য কর্মীদের অভিযোগ, গ্রামীণ আশা কর্মীরা পূজোর বোনাসের বকেয়া টাকা পেয়ে গেলেও তার সেই টাকা এখনো পাননি। তাই বকেয়া পুজোর বোনাসের দাবিতে পাশাপাশি অন্যান্য বেশ কিছু দাবিতে মঙ্গলবার জেলা মুখ্য শাস্ত্র আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন জমা দেয় এই পৌর স্বাস্থ্য কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য কোর কমিটির সদস্যা তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির উপদেষ্টা নমিতা মহন্ত জানান, ‘আশা কর্মীরা দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে পূজোর বোনাস পেয়েছে। ৪৫০০ টাকার বোনাস এ বছর ৫৩০০ টাকা হয়েছে। সেই টাকা গ্রামীণ আশা কর্মীরা পেলেও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা ৮০০ টাকা কম পেয়েছেন। সেই বকেয়া ৮০০ টাকা যাতে দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া হয় এবং তৎসহ তাদের প্যাকেজের টাকা ভাগে ভাগে দেয়া বন্ধ করতে হবে।

পাশাপাশি আশা দিদিদের কাজ কর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত দাবি দাওয়া নিয়ে আজ আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারীকে।’

একার দায়িত্বেই শিক্ষক শিক্ষার আলো দেখাচ্ছেন সুন্দরবনের কচিকাঁচাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হিঙ্গলগঞ্জ

আপনজন: বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেবখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধবকাটি রমাপুর এফপি স্কুল। সেই স্কুলে মাত্র একজন স্থায়ী শিক্ষক। এভাবেই চলছে স্কুল। এই অবস্থা দীর্ঘদিনের। একটা সময় দুজন স্থায়ী শিক্ষক ছিলেন। তবে একজন শিক্ষক গতবছর নভেম্বর মাসের ৯ তারিখে চলে যান। এরপর থেকে শিক্ষক অমৃতেন্দু বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করেই স্কুল চলছে। স্কুলের ৫টি ক্লাসে সব মিলিয়ে ৩৯ জন পড়ুয়া আছে। পড়ুয়াদের দুটি ঘরে বসিয়ে অমৃতেন্দু বাবু একবার একটি ঘরে গিয়ে পড়ুয়াদের কিছুক্ষন পড়ান। তারপরে আবার কিছুক্ষণ অন্য ঘরে গিয়ে পড়ান। এভাবে কোন রকমে স্কুল চালাচ্ছেন গত কয়েক মাস ধরে। অমৃতেন্দু বলেন, “এভাবে স্কুল যেমন তেমন করে চালানো গেলেও পঠন-পাঠনের মান খারাপ হচ্ছে।” বেশ কিছু বছর আগে সেখানে তিনজন শিক্ষক ছিলেন। একে একে সমস্ত শিক্ষকই কেউ ট্রান্সফার হয়ে আবার কেউ অবসর নিয়ে স্কুল ছাড়েন। এরপর স্কুলে আর কোন স্থায়ী শিক্ষক ছিল না। তাই পার্শ্ববর্তী পারঘুমটি এফপি স্কুল থেকে একজন স্থায়ী শিক্ষককে এই স্কুলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে সাময়িক সময়ের জন্য পাঠানো হচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অমৃতেন্দু বিশ্বাস বলেন, “পাঁচটা ক্লাসের পড়ুয়াদের দুই ঘরে বসিয়ে ক্লাস নিই। কোনো কারণে আমাকে অফিসের কাজে যেতে হলে স্কুল চালানোটা খুবই সমস্যার হয়ে যায়।” যদিও স্কুলের ঘন্টা বাজানো থেকে যাবতীয় অফিসিয়াল কাজ করার জন্য এক কর্মী রয়েছেন। পড়ুয়াদের দাবি অবিলম্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। সোচ্চার হয়েছেন অভিভাবকরাও। হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ সুরজিৎ বর্মন বলেন, “বিদ্যালয়টিতে শূন্য পদ তৈরি হয়েছে ।বিষয়টি শিক্ষা দপ্তরকে জানানো হয়েছে। আশা করছি এর সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।”

কালীপুজোর মুখে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার যুবক, চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুরে

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কালীপূজার মুখে বড়োসড় সাফল্য পুলিশের। আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করল মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।মঙ্গলবার ভোর চারটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গোলামোড় এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ বলে সূত্রের খবর।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,ওই দুষ্কৃতির নাম রেজাউল করিম(২৪)ওরফে বাবু।বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রাঙ্গাইপুর এলাকায়।তার কাছ থেকে একটি পাইপগান ও একটি বুলেট উদ্ধার হয়েছে।এদিন দুপুর একটা নাগাদ চাঁচল মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়।প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান,এলাকায় কোনো দুষ্কৃতীমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য রাস্তায় ঘুরাফিরা করছিল সে।পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গোলামোড় এলাকায় হাজির হয়।অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ওই দুষ্কৃতিকে ধরে ফেলেন। তার শরীর তল্লাশি করে একটি পাইপ গান ও একটি বুলেট উদ্ধার হয়।

নভেম্বর বিপ্লব উপলক্ষে সভা ময়ূরেশ্বরে

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: ঐতিহাসিক ১০৭তম নভেম্বর বিপ্লব উপলক্ষ্যে ময়ূরেশ্বর-১ এরিয়ার ডাবুক মজুরহাটি শাখায় মজুরহাটির গরীব মানুষের পাড়ায় রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদিতে মাল্যদান। একইসঙ্গে ময়ূরেশ্বর-১ এরিয়ার মল্লারপুর পার্টি অফিসে রক্ত পতাকা উত্তোলন ও লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পত্রিকা বিতরণ এবং পুষ্প নিবেদন করা হয়। এছাড়াও রামপুরহাট ১ এবং বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একইসঙ্গে উদযাপিত হয়েছে। এই নভেম্বর বিপ্লব। বামফ্রন্টের এই জ্যাঠা আন্দলোন বা নভেম্বর বিপ্লভ কি? মানব ইতিহাসের ধারায় নভেম্বর বিপ্লব এক সম্পূর্ণ ঘটনা। রুশ দেশে এই বিপ্লব সম্পন্ন হলেও নভেম্বর বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য রয়েছে। এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে (তৎকালীন রুশ ক্যালেন্ডার অনুসারে অক্টোবর বিপ্লব)। মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগেও বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কেন্দ্র থেকে বকেয়া আদায়ে কুলতলিতে বিধায়কের সভা

মোমিন আলি লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: কুলতলী থানার অন্তর্গত কুলতলী বিধান সভার কুলতলী কুন্দখালী বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের দলীয় কার্য্যালয় এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।মুলত বাংলার একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল আন্দোলনে নেমেছে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায় নেতৃত্বে। তারই অঙ্গ হিসেবে ১০০দিনের জবকার্ডের টাকা আবাসযোজনার ঘরের টাকার আদায়ের দাবি জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহাকুমার অন্তর্গত কুলতলি বিধান সভার কুলতলী থানার অন্তর্গত কুলতলী কুন্দখালী বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডলের দলীয় কার্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন কুলতলি বিধান সভার বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, কুলতলী বিধান সভার অন্তর্গত সমস্ত অঞ্চলের প্রধান, উপপ্রধান, তৃণমূল কংগ্রেসের যুবসভাপতি,মাদার সভাপতি, জেলাপরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য,সদস্যারা , জয়নগর দুই নম্বর ব্লকের সভাপতির, কুলতলী ব্লকের সভাপতির সমাজ সেবিক,সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গগণ।

হাওড়ায় গারমেন্টস ফ্যাক্টরিতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: দীপাবলির আগে হাওড়ার বাঁকড়ার একটি অনলাইন গারমেন্টস ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন। সোমবার গভীর রাতে আগুন লাগে বাঁকড়া নয়াবাজ এলাকার ওই অনলাইন কারখানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে রওনা হয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। তবে রাস্তা সরু হওয়ার ফলে দমকলের এসে পৌঁছাতে সমস্যা হয়। এলাকার মানুষ সহযোগিতায় ছুটে আসেন। প্রায় দু’ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনের তীব্রতায় পুরো কারখানা কার্যত ভস্মীভূত হয়ে যায়। মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। আগুনে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ে একদিনের শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দার্জিলিং

আপনজন: সুদুর প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষার সার্বিক মান্নোনয়নে মাদ্রাসা শিক্ষা অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা পুরো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচারের জন্য অনেক মহাপুরুষদের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করেছে। ভারতের মতো বৈচিত্র্য পূর্ণ দেশে যখন কিছু বিভেদকামী শক্তি মানুষের মধ্যে জাত পাতের রাজনীতি করতে চাইছে, তাকে পরাস্ত করতে তৃণমূল কংগ্রেস দলের শাখা সংগঠন হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দীর্ঘমেয়াদী লড়াই সংগ্রাম করে চলেছে পঃবঃ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সর্বাগ্রে আছেন রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদ সহ অন্যান্য শিক্ষকরা। মঙ্গলবার পঃবঃ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির উদ্যোগে দার্জিলিং জেলার হেলাল হাই মাদ্রাসার সন্নিকটে শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা ও সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিতে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ও তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের লড়াই করা নেতা একেএম ফারহাদ বলেন,মাদ্রাসার পরীক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসার শিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকা মত এই সংগঠন শ্রেণী ভিত্তিক প্রশ্নপত্র করবে। তিনি বলেন, বিগত দিনের মতো আগামী দিনগুলিতেও সরকারের প্রত্যেকটা উন্নয়নমুখী কর্মসূচিকে সামনে রেখে মাদ্রাসার শিক্ষকরা দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাবে। একই সঙ্গে পরিবর্তনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শিক্ষকদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা চালু হয়েছে তা অনন্য বলে তিনি দাবি করেন।

ফারহাদ বলেন, বাংলার জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় শিক্ষার আধুনিকীকরণে স্মার্ট ক্লাস, উন্নত প্রযুক্তির কম্পিউটার সায়েন্স ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি প্রভৃতিতে সরকারের যে অবদান শিক্ষার মানকে উন্নয়ন করার জন্য তা বিগত দিনে কোন সরকার করেনি। সংখ্যালঘু খাতে অর্থের বরাদ্দ যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বিতরণ করা হয় তা দেশের কোনও রাজ্যে নেই বলে তিনি মনে করেন। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সহ পুরো রাজ্য শিক্ষক শিক্ষিকারা যেভাবে কর্মসূচি পালন করেছে তাকে সাধুবাদ জানান রাজ্য সভাপতি।

উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সামসিয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মহঃ সেলিম, হেলাল হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মহঃ শেখ ফরিদ, শিক্ষিকা নুপুর সাহা,বিকাশ সাহা, শিক্ষক প্রদ্যোত দাস চৌধুরী,মহঃ এত্তেখারুদ্দিন, সৈকত ভৌমিক, অনন্ত সাহা,আমানুর গনি , মতিয়ার রহমান(মতি) প্রমুখ।

প্রথম নজর

শিক্ষা নিয়ে আইটা-র দক্ষিণবঙ্গ কনভেনশন

এম মেহেদী সানি ● হাড়োয়া

আপনজন: অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচারস অ্যাসোসিয়েশন-এর দক্ষিণবঙ্গ টিচারস কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল ফ্রন্টপেজ একাডেমির অডিটোরিয়ামে। 'এনলাইটেনিং টিচারস, নারচারিং ট্যালেন্ট, ট্রান্সফরমিং সোসাইটি' এই থিমের উপরে সারা দেশব্যাপী ক্যাম্পেইন এর অঙ্গ হিসাবে এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় । উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্ব ভারতীয় সভাপতি শেখ আব্দুর রহিম। তিনি বলেন, 'যেসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শুধুই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয় পড়ায় ও ভালো নাম্বার কি করে পেতে হবে তার চেষ্টা করে, তারা প্রকৃত শিক্ষাদান করছেন না । এই দুটো কাজ ছাড়াও সমাজকে শোধরানোর দায়িত্ব তাদের রয়েছে ।' অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক ও আলিয়া ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ডঃ আয়তুল্লাহ ফারুক মোল্লা সাহেব কনভেনশনে বক্তব্য রাখার সময় শিক্ষকদের আচরণ কি রকম হওয়া উচিত, একজন শিক্ষককে কিভাবে আইডিয়াল শিক্ষক হতে হবে ও কিভাবে আইডিয়াল স্টুডেন্ট তৈরি করা সম্ভব সে বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন । জামাতে ইসলামী হিন্দের তালিমী বোর্ড বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব শেখ আব্দুল মান্নান সাহেব শিক্ষা শিক্ষক ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক বক্তব্য রাখেন। রাজ্য তথা দেশে যে নতুন শিক্ষা নীতি আরম্ভ হতে চলেছে তার বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন ডাব্লিউবিইএস অফিসার জনাব মেচবাহার সেখ । অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কামরুজ্জামান, আইটার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলী মোল্লা, রাজ্য সভাপতি জনাব মহবুল হক, শাহনাওয়াজ খান, ডঃ আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু শিক্ষক।

এম জে মেমোরিয়াল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: এম জে মেমোরিয়াল স্কুলে "বিহান" নামক এক মনোজ্ঞ বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় ৪ নভেম্বর। মালদা জেলার উত্তর-পশ্চিম কোন বিহার লাগুওয়া সুলতানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শেষ প্রান্তে জয়রামপুর গ্রামে এই স্কুলটি গত আট বছর আগে গড়ে তুলেছেন সেই গ্রামেরই ভূমিপুত্র প্রফেসর মুহাম্মদ আফসার আলী। তিনি কর্মক্ষেত্রে কলকাতা বাসি হলেও এই গ্রামের তথা এলাকার চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে পড়াশুনো করে অধ্যাপক ও কলেজের অধক্ষ্য হয়েছেন। সেই কথা মাথায় রেখে, এই পিছিয়ে পড়া বিস্তীর্ণ এলাকার ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার জন্য খুব উন্নত মানের ইংরেজি মাধ্যম এই এম জে মেমোরিয়াল স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সম্পাদক জানান "বিহান" নামে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি প্রতি বছর এই সময় অনুষ্ঠিত হয় এবং একাধিক ভিআইপি শিক্ষাবিদেরা উপস্থিত থাকেন। যেমন গতবার উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ খগেন মুর্মু। এবার উপস্থিত ছিলেন কলকাতা থেকে আগত দুজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ - প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জী, সম্পাদক, সারা বাংলা অধ্যক্ষ পরিষদ ও চিত্তরঞ্জন কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর সাইফুল্লাহ শামীম, আলিয়া ইউনিভার্সিটি ও সম্পাদক, আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ। সভায় শিক্ষামূলক আলোচনা ছাড়াও বিশেষ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের দ্বারা মনোজ্ঞ নাটক (বাংলা ও ইংরেজিতে), নাচ, গান, কবিতা ও ছোড়া আবৃত্তি ও অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

সোহাই শ্বেতপুরে জন্মদিন পালন অভিষেকের

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: দেগঙ্গা ব্লকের সোহাই শ্বেতপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে মঙ্গলবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৩৭ তম জন্ম দিন আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, দেগঙ্গা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যারা, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের উপস্থিতিতে অভিষেকের ৩৭ তম জন্ম দিন উপলক্ষে ৩৭ টি মোমবাতি জ্বালিয়ে, কেক কেটে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জন্ম দিন পালন করা হয়।তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

অঙ্গনওয়াড়ির চাল চুরির দায়ে তালা বন্দি হলেন কর্মী ও রাঁধুনী

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রক্ষকই ভক্ষক। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে চাল চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও রাঁধুনী কে হাতেনাতে ধরে ফেললেন অভিভাবকেরা। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও রাঁধুনীকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা বন্দি করে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে চাঁচল-১ নং ব্লকের বাকিপুর কেন্দ্রে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর নাম সেতারা বেওয়া।

অভিযোগ,ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে শিশুদের নিয়মিত খাবার দেই না।সেন্টার থেকে চাল ও সবজি প্রায় চুরি হয়ে যায়।বলতে গেলে অভিভাবকদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন।সরকারি নিয়মানুযায়ী সপ্তাহে শিশুদের তিনদিন খিচুড়ি ও তিনদিন ভাতের সঙ্গে তিন দিন গোটা ডিম ও তিন দিন অর্ধেক ডিম এবং গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের তিনদিন ভাত ও তিনদিন খিচুড়ি দেওয়ার পাশাপাশি সপ্তাহে প্রতিদিন গোটা ডিম দেওয়া নিয়ম থাকলেও ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সরকারি নির্দেশিকা কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তা দেন না।

অভিভাবকদের অগোচরে সেন্টারের চাল,ডাল সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী চুরি করে দোকানে গিয়ে বিক্রি করে দেয়।এদিন এক বস্তা চাল চুরি করে বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়ার সময় অভিভাবকেরা হাতেনাতে ধরে ফেলেন। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও রাঁধুনীকে দুই ঘণ্টা ধরে সেন্টারে তালা বন্দী করে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

যদিও ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। চাঁচল-১ নং ব্লকের সিডিপিও অলক মন্ডল জানান, অভিভাবকদের পক্ষ থেকে তার কাছে কেউ অভিযোগ জানাননি। অভিযোগ পেলেই বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালন সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: যথাযোগ্য মর্যাদায় গোটা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে সিপিআইএম এর উদ্যোগে পালিত হলো নভেম্বর বিপ্লব দিবস।মহান নভেম্বর বিপ্লবের আলোক বর্তিকাই মানব মুক্তির পথ। শোষন বৈষম্য, বঞ্চনার প্রতিকারে এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিকল্প এক মাত্রই সমাজতন্ত্র এই বার্তাতে জনগণকে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল করার শপথের মধ্য দিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে সিপিআইএম এর উদ্যোগে পালিত হলো "মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবস"।মিছিল,পদযাত্রা, আলোচনা সভা,পথসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,লাল পতাকা উত্তোলন এবং শহিদবেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে ১০৭ তম মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী দিবস জেলা জুড়ে পালিত হয়। জেলা জুড়ে সিপিআইএমের ৫৩ টি এরিয়া কমিটি দপ্তর, তিন শতাধিক পার্টি দপ্তর সহ জেলার অনেক বাজার ও গঞ্জ এলাকায় কৃষক, শ্রমিক, দলীয় কর্মী সমর্থক সহ বামপন্থী সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহনের দিবসটি পালিত হয়। মেদিনীপুর শহরে মীরবাজারে জেলা পার্টি কার্য্যালয়ে পতাকা উত্তোলন সহ মাল্যদান করেন বর্ষীয়ান নেতা দীপক সরকার। তার আগে জেলা কেন্দ্রের পার্টি সদস্যদের নিয়ে মিছিল সংগটিত হয় নভেম্বর বিপ্লব দিবসের বার্তা নিয়ে। জেলা কেন্দ্রে আলোসভায় বক্তব্য রাখেন দীপক সরকার, পার্টি নেতা বিজয় পাল। উপস্থিত ছিলেন পার্টি নেতা তাপস সিনহা, মেঘনাদ ভূঁইয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আলোচনা সভায় দীপক সরকার বলেন, সার্বোভৌম স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে স্বাধীন চেতার সমাজ ব্যাবস্থার পথই সমাজতান্ত্রিক ব্যাবস্থাপনা।

কামারহাটি পুরসভার কাজ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ সৌগতর

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আবারও বিস্ফোরক সাংসদ সৌগত রায়। কামারহাটি পৌরসভার সার্ভিস ঠিকমতো হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ আমাদের ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে। মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। কামারহাটি পৌর সভায় ভালো কাজ হচ্ছে না। কামার হাটিতে মঙ্গলবার বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কামার হাটির পৌর প্রধান গোপাল সাহা ও বিধায়ক মদন মিত্রকে পাশে দাঁড় করিয়ে এভাবে মন্তব্য করলেন সাংসদ সৌগত রায়। তিনি আরো বলেন কামারহাটি পৌরসভার কাউন্সিলরদের বলছি আপনারা নিজেদের মধ্যে অন্য কোন আলোচনা না করে কিভাবে এলাকার উন্নয়ন করা যায় তা নিয়ে ভাবুন চিন্তা করুন ও কথা বলুন। কামারহাটি পৌরসভা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের মিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশকরেন দমদমের সাংসদ। পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহার নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন বহু জায়গা থেকে তার কাছে অভিযোগ আসছে কামারহাটি পুরসভাতে এসে সাধারণ মানুষ যাতে সঠিক পরিষেবা পান তা চেয়ারম্যানকে দেখতে হবে।

রাতের অন্ধকারে দেদার চুরি হচ্ছে দামি গাছ

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: এতদিনে তো নদী চুরি ও সরকারি জায়গা দখল করার কথা শুনেছেন। এবার দিনে দুপুরে এবং রাতের অন্ধকারে দেদার সাফাই হয়ে যাচ্ছে সরকারি মূল্যাবান গাছ। সব দেখেও নিরব পঞ্চায়েত প্রধান থেকে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। ধূপগুড়ি ব্লকের বারোঘরিয়া কদমতলা থেকে জলঢাকা পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে রয়েছে বহু মূল্যবান গাছ যা রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে কিছু দুষ্কৃতীরা। গোটা রাস্তাটাই জেলা পরিষদের অধীনস্থ।

এসবের পেছনে শাসকদলের নেতাদের মদত রয়েছে বলেই অভিযোগ বিজেপির।

সড়কের পাশে থাকা গাছগুলোর মধ্যে মূল্যবান সেগুন গাছগুলোকে বেছে বেছে কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ, পড়ে থাকছে গুড়ি গুলি। এইভাবে দিনে দুপুরে এবং রাতের অন্ধকারে অবাধে গাছ কাটলে পরিবেশের ভারসাম্য হারিয়ে যাবে এমনটাই দাবি করছে পরিবেশপ্রেমীরা। যদিও গোটা ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। জেলা পরিষদকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বারংবার অভিযোগ করছে কখনো জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে তৃণমূলে পার্টি কার্যালয় আবার কখনো জেলা পরিষদের সরকারি গাছ কেটে হাফিস হয়ে যাচ্ছে তারপরেও নীরব জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত। বিরোধী দলের নেতা চন্দন দত্ত কটাক্ষ করে বলেন, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জায়গা থেকে গাছ চুরি হয়ে যাচ্ছে লুট হয়ে যাচ্ছে এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা। ধূপগুড়িতে এর আগেও ঘটেছে বিডিও অফিসের ভেতরে শতাধিক গাছ রাতের অন্ধকারে চুরি হয়ে গেছিল।

উপাচার্যকে কটাক্ষ অনুপমের

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতন হস্তশিল্প মার্কেটে সামনে যে ধরনা মঞ্চ চলছে ১২ ম দিন। মঙ্গলবার অনুপম হাজরা হঠাৎ সেখানে গিয়ে রবীন্দ্র মূর্তি প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পরে সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী হচ্ছেন ভন্ড উপাচার্য। উনি চেষ্টা করছেন বিজেপি সাজার যাহাতে উপাচার্যের মেয়াদ বাড়ে ইনি বিজেপির হওয়ার নাটক করেন। উনার নামটা বিদ্যুৎ না উনি হচ্ছেন বিশ্বভারতী বুকে বজ্রবিদ্যুৎ। কারণ উনি যখন থেকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য হয়ে এসেছেন তখন থেকেই নানা রকম অশান্তি লেগেই আছে এমনকি ঐতিহ্য বাহিত পৌষ মেলা ও বসন্ত উৎসব উনি বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, উনিতো বহিরাগত। বিশ্বভারতী থেকে বিদায় নিলে বোলপুরের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

সারের কালোবাজারি রুখতে অভিযান গ্রামে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: সারের কালোবাজারি রুখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকে অভিযান চলছে জেলা কৃষি দপ্তরের তরফে। সে মতই এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিদর্শনে যায় কৃষি দপ্তরের আধিকারিকেরা। জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুরে কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের কালোবাজারি রুখতে জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যে বিশেষ টাস্কফোর্স তৈরি করেছে।চাষিদের যাতে সার পেতে কোনও সমস্যা না হয়, সেব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কষিদপ্তর।

কুমারগঞ্জ ব্লকের ক্ষেত্রে এই টিমে ডিস্ট্রিক্ট থেকে প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন ডঃ সুবোধ কুন্ডু, মহকুমা কৃষি দফতরের তরফে মনোজ মাহাতো সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

মঙ্গলবার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত দিওর ও সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন সারের দোকানে পরিদর্শনে যান ডিডিএপি (এসএম) পার্থ মুখার্জী, কুমারগঞ্জ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সঞ্জয় হালদার সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। এদিন সারের দোকানগুলোয় গিয়ে স্টক মিলিয়ে দেখার পাশাপাশি সার বিক্রির সময় পয়েন্ট অফ সেলস (পিওএস) মেশিনের ব্যবহার, গোডাউনের সেল পয়েন্ট কতগুলি রয়েছে, রেটচার্ট এর বোর্ড রয়েছে কিনা ইত্যাদি নানা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সঞ্জয় হালদার জানান, 'প্রতিবছর রবিশস্য মৌসুমের আগে এই অভিযান আমাদের চলে। যাতে সঠিক মূল্যে কৃষকেরা সার পেতে পারে। যেহেতু এই সময় মিশ্র সারের কিছুটা অপ্রতুলতা তৈরি হয়। এখন পর্যন্ত আমার ব্লকে ১০-১২ টি রিটেলার পয়েন্ট পরিদর্শন করেছি। এরমধ্যে দুই জনকে শোকজ করা হয়েছে। এই অভিযান রবিশস্য মৌসুম শুরু হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত চলবে।'

কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খয়রাসোলে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে, একশ দিনের কাজের বকেয়া প্রাপ্য টাকা ও আবাস যোজনার পাওনা আদায়ের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ,প্রতিবাদ সভা সহ নানান কর্মসূচি পালিত হচ্ছে প্রতিদিন।সেইরূপ খয়রাসোল ব্লকের বড়রা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বড়রা হাটতলা প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।উপস্থিত ছিলেন খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী, খয়রাসোল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রজত মুখার্জী প্রমুখ নেতৃত্ব। এদিন বক্তব্যের মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বলেন কেন্দ্র সরকার বাংলার প্রতি বঞ্চনা করছে। রাজ্যের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে।আবাস যোজনার টাকাও আটকে দিয়েছে। যদিও এনিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের সর্বত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে এমনকি দিল্লিতে গিয়েও অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন। বড়রা অঞ্চলের মধ্যে বিধবা পেনসন এবং বার্ধক্য ভাতা সকলেই পাচ্ছেন কেউ বাকি নেই বলে দাবি করা হয়।এলাকায় পানীয় জল, পথশ্রী রাস্তা শ্রী প্রকল্পে এলাকায় রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। আগামী দিনে খয়রাসোল ব্লকের অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে ও এরূপ কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানান খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী।

কেক কেটে অভিষেকের জন্মদিন পালন জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ৩৭ তম শুভ জন্মদিন পালন করলেন মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। মঙ্গলবার ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় জলঙ্গির পদ্মাভবনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জলঙ্গির দক্ষিণ জোনের কনভেনার মাসুম আলী আহাম্মেদ ও উত্তরের সভাপতি বিষ্ণুপদ সরকারের নেতৃত্বে শুভ জন্মদিন উদযাপন করাহয়। কেক কেটে একে অপরকে খাওয়ানোর থেকে শুরু করে অভিষেকের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় এদিন। ব্লক সভাপতি বিষ্ণুপদ সরকার বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সকল তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের আইকন, তার রাজনৈতিক ভবিষ্যত আরও উজ্জীবিত যেন হয় সেই আশীর্বাদ করেন। এদিন উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম, সাদিখান দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলাম, জলঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সামিন আহমেদ রেন্টু, চোয়াপাড়া অঞ্চলের সভাপতি মাসাদুল মন্ডল, ব্লক নেতা জিয়াবুল সেখ সহ ব্লক অঞ্চল নেতৃত্বেরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা লোহাপুরে

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: বাংলাকে বঞ্চনা কেন। সেই প্রশ্ন রেখে কেন্দ্রীয় বি জে পি সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি তৃণমূলের। মঙ্গলবার বিকেলে নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ করা হয় লোহাপুর কাঁটাগড়িয়া মোড়ে। বিক্ষোভ সভায় তৃণমূল নেতৃত্বরা আওয়াজ তোলেন বাংলাকে একশো দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার বাড়ির টাকা অনৈতিক ভাবে কেন আটকে রাখা হলো। সেই দাবি নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্ট্রীট কর্ণার করে প্রতিবাদের ঝড় তোলেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। একই ভাবে এদিন লোহাপুর মোড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন নলহাটি ২ নং ব্লক তৃণমূলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু জাহের রানা সহ ব্লক তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

শীতার্তদের হাতে শীতবস্ত্র প্রদান ভাঙড়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: মহিলা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "নতুন সূর্য"-র তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাদের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড়ের মরিচা গ্রামে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। মঙ্গলবার দুপুরে এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্টরা ও সংস্থার সদস্যারা শীতবস্ত্র তুলে দেন দুঃস্থদের হাতে। ১৫০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র বিতরণ তুলে দেওয়া হয়েছে। কেক কেটে এবং এলাকার বাচ্চাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে সংস্থার বর্ষপূর্তি উদযাপন করা হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় থানার ভারপ্রাপ্ত পরিদর্শক (আইসি), রেজাউল কবির, প্রাণগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অপর্ণা দাস, আইনজীবী নুরতাজ আহমেদ মল্লিক, শিক্ষক ইমদাদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কেয়া ইসলাম। বস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি এদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে "নতুন সূর্য সংস্থা।" দুঃস্থদের হাতে বস্ত্র এবং প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশিষ্টরা ছাড়াও সংস্থার সম্পাদিকা আরবিনা পারভীন, সদস্যা আনিশা পারভীন, রুপালি খাতুন, রাইশা খাতুন, রুনা খাতুন, বিউটি পারভীন, পাপিয়া খাতুন, সাহানাজ পারভীনরা।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মিছিল সিপিএমের

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: ফিলিস্তিনের উপর ইসরায়েলের দখলদারী ও নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) চন্ডীতলা ১ এরিয়া কমিটির ডাকে আঁকুনী থেকে মশাট বাজার ভায়া সূচিয়া পীরতলা একটি মিছিল হয়। মিছিলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে ইসরায়েলের প্যালেস্তাইনের নিরিহ জনগনের উপর বোমা বর্ষণ ও অবরোধের বিরুদ্ধে শ্লোগান ওঠে। ইজরায়েলকে বারত সরকারের সমর্থন করার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হয়। প্রায় শতাধিক মানুষ ৬ কিলোমিটার মিছিলে অংশগ্রহণ করে।

আর্জেন্টিনা ম্যাচের ব্রাজিল দলে ১৭ বছরের এন্দরিক

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়া ম্যাচের জন্য ব্রাজিল দলে ডাক পেয়েছেন এন্দরিক ফেলিপে। ১৭ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরাসে খেলেন; আগামী বছর রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার কথা আছে তাঁর।
১৭ নভেম্বর কলম্বিয়া এবং ২২ নভেম্বর আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল।
সর্বশেষ দুই ম্যাচে পালমেইরাসের হয়ে তিন গোল করা এন্দরিককে নিয়ে ব্রাজিল কোচ ফার্নান্দো দিনিজ বলেন, ‘তার মধ্যে অন্যতম সেরা প্রতিভা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। জানি না সেটা (প্রতিভা) শেষ পর্যন্ত হবে কি না। তবে এটা কোনো চাপ নয়। দলে ডাক পাওয়াটা তার জন্য পুরস্কার এবং ভবিষ্যতে কী হতে পারে সেটার রূপকল্প। বর্তমানে সে সেরা সময় কাটাচ্ছে, ব্রাজিলের বড় দলগুলোর বিপক্ষে খেলে নিজেকে আলাদা করে চেনাতে পেরেছে।’
এবারের মৌসুমে পালমেইরাসের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৭ ম্যাচে ১১ গোল করেছেন এন্দরিক। গত ডিসেম্বরে রিয়াল মাদ্রিদ ঘোষণা দেয়, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে ক্লাবটিতে যোগ দেবেন এন্দরিক। ব্রাজিলের তরুণ এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ক্লাবের আগ্রহ ছিল। এমনকি তাঁকে গত বছর কাতার বিশ্বকাপের ব্রাজিল দলে দেখলে ভালো লাগত বলেও মন্তব্য করেন রোনালদো নাজারিও।
এর এক বছর পর ব্রাজিল দলে ডাক পেলেও এন্দরিকের বাবা ও এজেন্ট দগলাস রামোস জানান, ছেলের নাম জাতীয় দলে দেখে অবাক হয়েছেন তিনি, ‘সত্যি কথা বলতে, আমরা মনে করেছিলাম, ওকে হয়তো অলিম্পিক দলে ডাকা হবে। আমার ছেলের মূল মনোযোগও সেদিকেই। আশা করি, জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তিটা ফল দেবে। আমরা ওর সম্ভাবনা সম্পর্কে জানি। এটাই শেষ ডাক পাওয়া নয়, সামনে অনেক আছে।’
এন্দরিক ছাড়াও ব্রাজিল জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন দুই ফরোয়ার্ড এফসি পোর্তোর পেপে এবং ব্রাইটনের জোয়াও পেদ্রো। টটেনহামে খেলা রিচার্লিসন এবং উলভারহ্যাম্পটনের খেলা ম্যাথিউস কুনিয়া বাদ পড়েছেন। বাঁ হাঁটুতে চোট পাওয়া নেইমারও নেই কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা ম্যাচের দলে।
ব্রাজিলের ১৭ নভেম্বরের ম্যাচটি কলম্বিয়ার মাঠে, আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচ ঐতিহাসিক মারাকানা স্টেডিয়ামে। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের (কনমেবল) বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বর্তমানে ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দশ দলের মধ্যে তৃতীয় স্থানে আছে ব্রাজিল।
গতকাল সোমবার দল ঘোষণার দিন ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) আরও জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ২৩ মার্চ লন্ডনের ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।

ম্যাক্সওয়েলের অবিশ্বাস্য দ্বি-শতরানে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল অস্ট্রেলিয়া

আপনজন ডেস্ক: অবিশ্বাস্য, অতিমানবীয়, অকল্পনীয়–এ শব্দগুলোকে বিশেষণ হিসেবে খুব হালকা মনে হয়েছে কখনো? মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আফগানিস্তানের বিপক্ষে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ১২৮ বলে ২০১ রানের অপরাজিত ইনিংস দেখার পর অমন অনুভূতিই হওয়ার কথা। যে ইনিংসে রেকর্ড ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, ব্যাটসম্যানের ফুটওয়ার্ক বা পায়ের কাজ চলে গেছে অভিধানের বাইরে, অবিশ্বাস্য কাজকারবার যখন হয়ে পড়েছে হাস্যকর রকমের সহজলভ্য, অকল্পনীয় সব ব্যাপার ঘটেছে অবলীলায়! একটা সময় গিয়ে এমন মনে হয়েছে, মাঠে যেন খেলছেন ম্যাক্সওয়েল একাই, বাকি সবাই শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছেন! ৯১ রানে ৭ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ওয়াংখেড়ের পাশে আরব সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়ার এ ম্যাচে জয়ের সম্ভাবনা, অঘটন শব্দটাকে আরেকবার সস্তা বানিয়ে ফেলার ইঙ্গিত দিচ্ছিল আফগানিস্তান। ছয় নম্বরে আসা ম্যাক্সওয়েলকে তো নেমেই সামলাতে হয়েছে হ্যাটট্রিক বল, যিনি আগের ম্যাচে ছিলেন না অদ্ভুতভাবে কনকাশনে পড়ে! বিশ্বকাপে কোনো দলই পরে ব্যাটিং করে এত কম রানে এতগুলো উইকেট হারিয়ে এর আগে জেতেনি ম্যাচ। ম্যাক্সওয়েল সেখান থেকে প্যাট কামিন্সের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন অষ্টম উইকেট জুটিতে যোগ করেছেন ওয়ানডেতে রেকর্ড ২০২ রান, যেখানে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের অবদান ৬৮ বলে ১২ রান! শতকের পরপরই পায়ে ক্র্যাম্প নিয়ে খেলেছেন ম্যাক্সওয়েল, সিঙ্গেল নেওয়া দূরে থাক, শট খেলছিলেন পা না নড়িয়েই! দশম ব্যাটসম্যান অ্যাডাম জাম্পা একাধিকবার ওয়াংখেড়ের ড্রেসিংরুমের সিঁড়ি থেকে নেমে এসেছিলেন নামবেন বলে, কিন্তু ম্যাক্সওয়েল উঠে যাননি। তাঁর বিপক্ষে প্রথম বলে এলবিডব্লুর রিভিউ নিয়েছিল আফগানিস্তান, আদতে যেটি লেগেছিল তাঁর ব্যাটে। ২৬ রানে তাঁর মোটামুটি কঠিন ক্যাচ ফেলেন হাশমতউল্লাহ শহীদি, ৩৩ রানে সহজতম ক্যাচ নিতে পারেননি মুজিব উর রেহমান, তার আগে ৩০ রানে এলবিডব্লু হয়ে হাঁটা ধরেছিলেন রিভিউ করার পরও! তবে সে দফা বেঁচে যান, ম্যাক্সওয়েল ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছেন ভালোভাবেই। কিন্তু এ রাতে ম্যাক্সওয়েল আসলে ভাগ্যকে বশ করেছিলেন। তাঁর ওপর যেন ভর করেছিল কিছু। ৫১ বলে করেছিলেন ৫০ রান, পরের ৫০ করতে লাগে মাত্র ২৫ বল। পরের ১০০ রান তিনি করেছেন মাত্র ৫২ বলে। তবে এ পরিসংখ্যান আদতে বোঝাতে পারবে না, বলের পর বল সিঙ্গেল নেননি তিনি, আদতে পা-ই নড়াতে পারছিলেন না। তবু খেলেছেন অদ্ভুত সব শট, তাঁর কবজিতে এসে যেন ভর করেছিল কোনো বন্দুকের ট্রিগার! কখনোবা গুটি গুটি পায়ে সিঙ্গেল পূর্ণ করেই করেছেন উদ্‌যাপন! একসময় অস্ট্রেলিয়ার ড্রেসিংরুমে হতাশা ছিল স্পষ্ট, এরপর সেটি রূপ নিয়েছে স্কুলছাত্রদের কোনো ক্লাসরুমে, যখন শিক্ষক থাকেন না! অথচ তখনো অস্ট্রেলিয়া জয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের ইনিংস এমনভাবে এগোচ্ছিল, সেটি ঠিক উপভোগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।
আফগানদের শরীরী ভাষাও বলছিল, খানিকটা বিমোহিত হয়ে গেছেন তাঁরাও!
অনেকক্ষণ থেকেই ব্যাপারটি ছিল আফগানিস্তান বনাম ম্যাক্সওয়েল, একটু পর সেটি রূপ নেয় ম্যাক্সওয়েল বনাম মাংসপেশির টানে। আফগানরা জানতেন, জয় থেকে ১ উইকেট দূরে দাঁড়িয়ে তাঁরা। কিন্তু ফ্লাডলাইটের আলোয় ওয়াংখেড়ের উইকেট থেকে বিষাক্ত মুভমেন্ট আদায় করা নাভিন-উল-হক, হঠাৎ সুইংয়ের রাজা হয়ে হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রহস্য স্পিনার মুজিব উর রেহমান, ডানহাতি রিস্ট স্পিনার রশিদ খান বা বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার নূর আহমেদ, ব্রেকথ্রু বিশেষজ্ঞ অফ স্পিনার মোহাম্মদ নবী–কেউই এনে দিতে পারেননি সেই উইকেটটা। শেষ ২৪ বলে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ২১ রান, মুজিবের করা ৪৭তম ওভারের প্রথম বল ডট দিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। এরপর–ছক্কা, ছক্কা, চার, ছক্কা। যার মধ্যে শেষটিতে ম্যাক্সওয়েল প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান ও রানতাড়ায় প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে পেয়েছেন দ্বিশতক। ওয়ানডেতে ছয় বা এর নিচে নেমে খেলা সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর এত দিন ছিল ১৯৮৩ বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে কপিল দেবের ওই ১৭৫ রান, ম্যাক্সওয়েল সেটিকে সংখ্যায় ছাড়িয়ে গেছেন আরও আগেই। মুজিবকে মারা ওই ছক্কায় ইনিংসের মাহাত্ম্যে সেটিকে যদি ছাড়িয়ে না-ও যান, ছুঁয়ে তো ফেললেনই! কপিলের সেই ইনিংস টেলিভিশনে দেখানো হয়নি, ম্যাক্সওয়েল এ ইনিংস খেলেছেন যখন টেলিভিশন ছাড়িয়ে ইন্টারনেটেও লাইভ স্ট্রিমিং এখন অভ্যাস। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবেই মনে রাখবেন আজীবন। আর যাঁরা দেখেননি, তাঁরা বিমোহিত হবেন এর গল্পে! অথচ দিনটি ছিল আফগানিস্তানের জন্য ঐতিহাসিক। এ দিনই যে বিশ্বকাপে প্রথম কোনো আফগান ব্যাটসম্যান পেয়েছেন শতকের দেখা! ইব্রাহিম জাদরানের ১২৯ রানের ওই ইনিংস, রশিদ খানের শেষ দিকে খেলা ১৮ বলে ৩৫ রানের ক্যামিও ইনিংসে আফগানিস্তান তুলেছিল ২৯১ রান। বিশ্বকাপে এর আগে কখনোই এত রান তাড়া করে জেতেনি অস্ট্রেলিয়া। ৯১ রানে ৭ উইকেট পড়ার পর সেটিকে তো মনে হচ্ছিল সুদূরের কোনো কল্পনা।
কিন্তু ম্যাক্সওয়েল যে এদিন হয়ে উঠবেন অতিমানবের চেয়েও বড় কিছু, ঘটবে অকল্পনীয় সব ঘটনা। অবিশ্বাস্য বিশেষণটাকেও আপনার কেমন হালকা মনে হবে তখন।
আফগানিস্তান: ৫০ ওভারে ২৯১/৫ **অস্ট্রেলিয়া:** ৪৬.৫ ওভারে ২৯৩/৭ **ফল:** অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে জয়ী।

কোহলিকে সেরা হতে শচীনের রেকর্ড ভাঙার দরকার নেই, মন্তব্য রিকি পন্টিংয়ের

আপনজন ডেস্ক: দুর্দান্ত এক বিশ্বকাপ পার করছেন বিরাট কোহলি। তাঁর ব্যাটে যেন রানের ফোয়ারা ছুটছে। সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচে শতক করে ছুঁয়েছেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের ৪৯ শতকের রেকর্ড। এখন বিশ্বকাপেই টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে কোহলির সামনে। কে জানে, হয়তো নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পরের ম্যাচ দিয়েই কোহলি শতকে ছাড়িয়ে যাবেন নিজের ‘আদর্শ’ টেন্ডুলকারকেও।
তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে যা করেছেন, সে জন্য চারপাশ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তায় ভাসছেন কোহলি। বাধ মানছে না সাবেক ক্রিকেটারদের প্রশংসার তোড়ও। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক কিংবদিন্ত রিকি পন্টিং তো বলেই দিয়েছেন, কোহলিকে সেরা হওয়ার জন্য টেন্ডুলকারের রেকর্ড ভাঙার প্রয়োজন নেই। রেকর্ড না ভেঙেও তিনি সেরা।
কোহলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ পন্টিং বলেছেন, ‘সে যে পরম সেরা, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি অনেক দিন ধরে এটা বলে আসছি। তার শচীনের রেকর্ড স্পর্শ করার দরকার নেই, তার রেকর্ড ভাঙারও দরকার নেই। যদি আপনি তার সামগ্রিক ব্যাটিং রেকর্ডের দিকে তাকান, তবে সে অবিশ্বাস্য। ভাবুন, সে ৪৯তম ওয়ানডে শতক পেয়েছে এবং শচীনকে স্পর্শ করেছে। তা-ও আবার ১৭৫ ইনিংস কম খেলে, সেটা করেছে, যা অবিশ্বাস্য।’
বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচে কোহলির রান এখন ৫৪৩। বর্তমানে শীর্ষে থাকা কুইন্টন ডি ককের চেয়ে মাত্র ৭ রানে পিছিয়ে আছেন কোহলি। পন্টিং মনে করেন, কোহলির মাইলফলকটা আগেই হয়ে যাওয়ায় ভালো হয়েছে।
এখন বাকি সময়টা এই চাপ থেকে মুক্ত থেকেই খেলতে পারবেন তিনি, ‘সম্ভবত তার পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে ফেলেছে। আমার মনে হয়, শচীনের রেকর্ড ছোঁয়ার জন্য সে বাড়তি পরিশ্রম করেছে, যা এখন হয়ে গেছে এবং টুর্নামেন্টের খুব ভালো সময়ে এটা হয়েছে। এখনো এক ম্যাচ বাকি আছে এবং তারপর সেমিফাইনালও আছে। এটা ছিল বিরাটের জন্য পরিপূর্ণ একটি দিন এবং ভারতের জন্যও দারুণ একটি দিন।’

ফিলিস্তিনের পক্ষে ইন্সটাগ্রামে সমর্থনের কারণে ডাচ ফরোয়ার্ড আনোয়ার আল গাজীর সাথে চুক্তি বাতিল করেছে জার্মান ক্লাব মাইনৎস। এর প্রত্যুত্তরে আনওয়ার আল গাজী নিজ ইনস্টাগ্রামে লেখেন :
“ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে একা প্রতিবাদ করতে হলেও করব। গাজাতে হাজার হাজার নির্দোষ মানুষ মারা যাচ্ছে, সেগুলোর সামনে আমার জীবিকা হারানো কিছুই না”।

টেন্ডুলকারের পরামর্শ মেনেই জাদরানের শতক

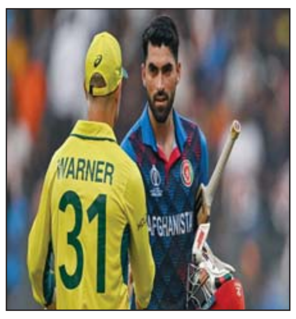

আপনজন ডেস্ক: ৯৯ রানে থাকতে কি একটু স্নায়ুচাপে ভুগেছিলেন? পরের রানটি নেওয়ার আগে দুটি বল দেখেশুনে খেললেন। এরপর (৪৪তম) ওভারের শেষ বলটি কাভারে ঠেলেই ইব্রাহিম জাদরান অন্য প্রান্তে পড়িমরি করে ছুটলেন। ২ টি রানে শতকপূরণ হলেও ফিল্ডারের থ্রোটা ঠিকমতো হলে জাদরান রান আউটও হতে পারতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসেরই জয় হলো এবং বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের হয়ে প্রথম শতকটিও হয়ে গেল জাদরানের সৌজন্যে।
শেষ পর্যন্ত ১৪৩ বলে ১২৯ রানে অপরাজিত ছিলেন ইব্রাহিম জাদরান। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আজ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আফগানিস্তান ৫ উইকেটে ২৯১ তুলেছে মূলত তাঁর ব্যাটে ভর করেই। এই ইনিংসটি বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের জন্য অবশ্যই ঐতিহাসিক–এ টুর্নামেন্টে দেশটির হয়ে প্রথম শতক বলে কথা!
দলের ইনিংস শেষে ম্যাচের সম্প্রচারক চ্যানেলের সঙ্গে আলাপচারিতায় ইব্রাহিম জাদরান জানিয়েছেন, শতকটিতে শচীন টেন্ডুলকারেরও পরোক্ষ ভূমিকা আছে।
অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে গতকাল আফগানিস্তানের অনুশীলন দেখতে গিয়েছিলেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার টেন্ডুলকার। সেখানে রশিদ খান-জাদরানদের নানা প্রেরণামূলক কথা বলেছেন টেন্ডুলকার।

হাফ ডজন গোলে ট্রাউকে বিধ্বস্ত করল মহামেডান

আপনজন ডেস্ক: আগের ম্যাচে হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর মঙ্গলবার আই লিগের ম্যাচে টিআরএইউকে বিধ্বস্ত করে দেয় মহামেডান এসসি। টিআরএইউয়ের বিপক্ষে ৬-০ গোলের আধিপত্য বিস্তার করায় এটি কেবল একমুখী খেলা ছিল।
ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে ফানাই লালরেমসাঙ্গার পাস থেকে গোল করে ১-০ গোলে এগিয়ে যায় ডেভিড লাললানসাঙ্গা।
তিনি দলের লিড দ্বিগুণ করেন এবং সাত মিনিট পরে উদ্বোধনী গোলের কার্বন কপি দিয়ে তার দুটি কাজ শেষ করেন। প্রথম দিকে দুটি গোল দেওয়ার পরে, টিআরএইউ খেলায় ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়েছিল। জোসেফ আদজেই একটি কর্নার থেকে টিআরএইউ-এর গোলরক্ষক সনাতন সিংয়ের কাছ থেকে বল হাতে নিয়ে মৌসুমের প্রথম গোলটি করেন।
প্রথমার্ধের শুরুতেই মিরজালোল কাসিমভের চতুর্থ গোলে ৪-০ গোলে এগিয়ে যায় ব্ল্যাক প্যান্থার্স। ৬৩ তম মিনিটে লালরেমসাঙ্গা ফানাই তার প্রাপ্য গোলটি করার পরে স্বাগতিক দল তাদের পঞ্চম গোলটি করেছিল।
দ্বিতীয়ার্ধে আন্দ্রে চেরনিশোভ সহজ হয়ে ওঠেন কারণ তারা রক্ষণের দিকে বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। যাইহোক, টিআরএইউ ইতিমধ্যে তাদের মনে লড়াইটি হেরে গিয়েছিল এবং তারা খেলায় কোনও উত্তেজনা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। ম্যাচের শেষদিকে স্যামুয়েল লালমুয়ানপুইয়াও ইনজুরি টাইমে একটি সান্ত্বনামূলক গোল করে স্কোরলাইন ৬-০ এ নিয়ে যান।
২০২৩-২৪ সালের আই লিগে মহামেডান এসসি এখনও দুটি জয় ও একটি ড্র করেছে, অন্যদিকে টিআরএইউ এখনও একটি ম্যাচও জিততে পারেনি।
আই লিগের পরবর্তী ম্যাচে মহামেডান এসসি এখন দিল্লি এফসির মুখোমুখি হবে এবং টিআরএইউ গোকুলাম কেরালার মুখোমুখি হবে।

১৬ বছর ধরে চলে আসছে আদমপুর যুব সংঘের ফুটবল প্রতিযোগিতা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খেলার মাঠ ছেড়ে বর্তমান প্রজন্ম মোবাইলে আসক্তি হয়ে উঠছে দৈনন্দিন।বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় ফুটবল খেলা আজ লুপ্তপ্রায়।
কিন্তু সেখানে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছে বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের লক্ষ্মীনারায়ণ পঞ্চায়েতের আদমপুর যুব সংঘ। গ্রামীণ এলাকা প্রকৃতির সাজে সজ্জিত একদিকে ধানখেত, অন্যদিকে গাছগাছালি কোথাও কাশফুলের সমারোহে অপূর্ব ভাবে সেজে ওঠেছে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার এই খেলার মাঠটি।সেইসাথে হাজার হাজার ফুটবল প্রেমীদের উপস্থিতি আরও শ্রীবৃদ্ধি করে তোলে এলাকা।
আজ ৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার খেলার শুভ সূচনা করেন দুবরাজপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর মাধব চন্দ্র মন্ডল।সঙ্গে ছিলেন দুবরাজপুর

থানার ওসি সন্তোষ ভকত ,দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রফিউল খান,এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি সিউড়ি সাবডিভিশন অব্ স্পোর্টস সাবির খান সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। জেলা সহ অন্যান্য জেলা থেকে খেলায় মোট ষোলটি দল অংশ নিবে।চলবে পাঁচদিন ব্যাপী।চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে ১১ই নভেম্বর। পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী দলকে এক লক্ষ টাকা ও ট্রফি এবং বিজিত দলকে সত্তর হাজার টাকা ও ট্রফি প্রদান করা হবে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দা তথা দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রফিউল খান।আজ উদ্বোধনী খেলাটি পান্ডবেশ্বর যীশু ইলেভেন বনাম রামনগর ইন্দ্রজিৎ এ্যাকাডেমি ফুটবল দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।সেক্ষেত্রে এক গোলের ব্যবধানে পান্ডবেশ্বর যীশু ইলেভেন জয়লাভ করে বলে জানা যায়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**